৭

মধ্যযুগ

খ্রীষ্টীয় জগতের ভাঙ্গন ও পুনর্গঠন ঃ পঞ্চম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত

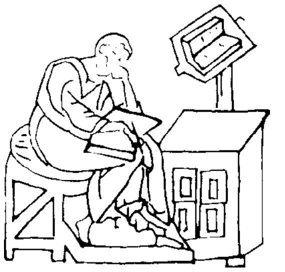

বাইজান্টাইন নকলনবিস

রোম সাম্রাজ্যে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে খ্রীষ্টমণ্ডলীর তিন শতাব্দী সময় লেগেছিল, কিন্তু চতুর্থ শতাব্দীর শেষে এসে খ্রীষ্টানগণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই কাঠামোর বাইরে মণ্ডলীর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় দপ্তরগুলো একই সীমানাভুক্ত হয়ে উঠেছিল; ধর্মপালগণ উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তায় পরিণত হয়েছিলেন; স্বয়ং সম্রাটই বিভিন্ন ধর্মসভা আহ্বান করতেন ইত্যাদি।

তা সত্ত্বেও সাম্রাজ্য ভীষণ অসুস্থ হয়ে উঠেছিল। সম্রাট থিওডোসিয়াসের মৃত্যুর পর শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্য দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, এবং পঞ্চম শতাব্দীতে পাশ্চাত্য বর্বরদের ক্রমাগত আক্রমণে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গিয়েছিল। প্রাচ্যে তা আরও দশ শতাব্দী অব্যাহত থাকলেও এর এলাকা ক্রমশঃ ছোট থেকে আরও ছোট হয়ে পড়েছিল। এ সমস্ত উত্থান-পতনের মধ্যেও মণ্ডলী টিকে ছিল এবং এক সুগভীর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয়েছিল।

যে দশটি শতাব্দী ষোড়শ শতাব্দীর রেনেসাঁ থেকে প্রাচীনকালকে আলাদা করেছিল, তাকে বলা হয় মধ্যযুগ। মূলতঃ মধ্যযুগ কথাটি ছিল কিছুটা নিন্দাসূচক ধরনের। ষোড়শ শতাব্দীর মানবতাবাদীগণ চেয়েছিলেন প্রাচীন সভ্যতা থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্নকারী মধ্যবর্তীকালটির প্রতি তাদের ঘৃণা নির্দেশ করতে, কেননা তারা চেয়েছিলেন প্রাচীন সভ্যতাকে আবার পুনরুজ্জীবিত করতে।

এক হাজার বছরে অনেক কিছুই ঘটেছে ! মধ্যযুগের কথা উঠলেই আমাদের মনে ভেসে উঠে বড় বড় গীর্জাঘর, ধর্মযুদ্ধ, মঠ – অন্য কথায় খ্রীষ্টান জগতের ছবি। কিন্তু সেই সময়টিতে গিয়ে পৌঁছতে হলে আমাদেরকে ছয়শত বছরের অন্ধকারময়তার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এ সময়ই খ্রীষ্টধর্মভিত্তিক ইউরোপীয় সভ্যতার বেদনাদায়ক ক্রমবিকাশ ঘটেছিল।

॥ ১ ॥ বিভিন্ন বহিরাক্রমণ এবং ধর্মীয় মানচিত্রের পুনরাঙ্কন

১। বিভিন্ন জার্মান উপজাতির হামলা

পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম দিকে বহু জার্মান উপজাতি হুনদের নেতৃত্বে দানিউব ও রাইন নদী অতিক্রম ক'রে রোম সাম্রাজ্যের উপর বাঁধ-ভাঙ্গা স্রোতের ন্যায় হামলা চালাতে থাকে। ৪১০ খ্রীষ্টাব্দে অ্যালারিকের নেতৃত্বে ভিসিগথদের দ্বারা রোম অধিকৃত ও লুণ্ঠিত হয়। ভিসিগথরা দক্ষিণ গল ও স্পেনে বসতি স্থাপন করতে এগিয়ে এসেছিল। ভ্যাণ্ডালরা উত্তর আফ্রিকা জয় ক'রে নিয়েছিল। সাধু আগস্তিন উত্তর আফ্রিকারই একটি অবরুদ্ধ নগরী হিপ্পোতে ৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেছিলেন। কার্থেজের পতন ঘটেছিল ৪৩৯ খ্রীষ্টাব্দে। আত্তিলার হূনরা পাশ্চাত্যে হানা দিয়েছিল। জার্মান বর্বরদের মৈত্রী-বন্ধন ও সর্বশেষ রোমীয় সৈন্যদল ট্রয়েসের নিকট বর্বর নেতা আত্তিলার অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিয়েছিল (৪৫১ খ্রীঃ) আর ওদিকে মহাপ্রাণ পোপ লিও বর্বরদের ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে আপোসে রফা করতে সক্ষম হয়েছিলেন (৪৫২ খ্রীঃ)। ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ভ্যাণ্ডাল-নেতা জেনসেরিক কর্তৃক রোম নগরী পুনরায় লুণ্ঠিত হয়। অবশেষে, ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সর্বশেষ রোমীয় সম্রাট, রোমুলাস আগাষ্টলাস নামে এক শ্মশ্রুহীন কিশোর, কেশাবৃত বর্বর ওডোয়েসার কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন। এভাবে প্রাচীন জগত – রোমীয় ও খ্রীষ্টীয় দু'য়েরই অবসান হয়। এরপর এক

[৮৮] বেথলেহেমে তাঁর মঠে যেরোম রোম দখলের কথা জানতে পারেন

"হায়রে, হঠাৎ ক'রেই আমার কাছে পামাকিয়াস ও মার্সেল্লার মৃত্যু-সংবাদ, রোম অবরোধ এবং আমার অনেক ভাই-বোনের মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার সংবাদ আনা হলো। এতে আমি এতোটাই হতভম্ব ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম যে, দিন-রাত আমি শুধু ভক্তমণ্ডলীর মঙ্গল ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারিনি; আমার মনে হয়েছিল আমি বুঝি সাধু-সন্তদের বন্দীদশারই সহভাগিতা করছি, এবং সুনির্দিষ্টভাবে কিছু না জানা পর্যন্ত আমি আমার মুখ খুলতে পারিনি; আর সারাক্ষণ দুশ্চিন্তায় আমি আশা-নিরাশার দোলায় দোল খাচ্ছিলাম, এবং অন্য লোকদের দুর্দশায় পীড়িত হচ্ছিলাম। কিন্তু যখন সমগ্র জগতের উজ্জ্বল জ্যোতি নিভে গেল কিংবা বলা চলে যখন রোম সাম্রাজ্যের মাথা কাটা গেল এবং আরো সঠিকভাবে বললে যখন একটি শহরে সমগ্র বিশ্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো, তখন 'আমি বোবা হয়ে গেলাম, নিজের দর্পচূর্ণ হলো এবং সু-সংবাদে নীরবতা অবলম্বন করলাম, কিন্তু আমার মর্মপীড়া গভীর হয়ে দেখা দিল, আমার হৃদয় উদ্দীপ্ত হলো আর তখন মনে হলো আগুন জ্বলে উঠেছে ...।'

যত দীর্ঘই হোক না কেন, সব কিছুরই শেষ আছে; যে শতাব্দীগুলো চলে গেছে তা আর কোন দিন ফিরে আসবে না, আর এ কথাও সত্য যে, যার শুরু আছে তার শেষ আছে, এবং যা বৃদ্ধি লাভ করে, তা ক্ষয় ও মৃত্যু কবলিত হয়। সৃষ্ট এমন কোন কর্মকীর্তি নেই যা পুরানো হয় না এবং এর ফলশ্রুতিতে একদিন বিলোপ হয়। কিন্তু রোম ! কে বিশ্বাস করতে পারত যে, রোম সমস্ত জগতের উপর জয়লাভ ক'রে গড়ে উঠেছিল, তা কোন দিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে; জাতিগণের মাতা-ই একদিন হয়ে উঠবে তাদের ধ্বংসের স্মৃতিসৌধ-সংবলিত সমাধিক্ষেত্র; সমগ্র প্রাচ্যের, মিশরের, আফ্রিকার – যারা এক সময় সাম্রাজ্যিক নগরীভুক্ত ছিল – কূলসমূহ রোমের বিপুলসংখ্যক সন্তান-সন্ততীদের দ্বারা পূর্ণ হয়েছিল, এবং এই পবিত্র বেথলেহেমে আমাদেরকে প্রতিদিন এমন সব নর-নারীদের আশ্রয় দিতে হবে যারা এক সময় ছিলেন সম্ভ্রান্ত এবং সর্বপ্রকার প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করতেন, কিন্তু এখন কিনা তারা দারিদ্র্যে জর্জরিত ? আমরা এ সকল কষ্টভোগকারীদের কষ্ট দূর করতে পারছি না ঃ আমরা মাত্র যা করতে পারি, তা হচ্ছে – তাদের সঙ্গে সমব্যথী হওয়া, এবং তাদের অশ্রুর সঙ্গে আমাদের অশ্রু যুক্ত করা।"

যেরোম, এজেকিয়েল গ্রন্থের ব্যাখ্যার ভূমিকা, পুস্তক ১ ৩ ৩

মধ্যযুগে পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টান অঞ্চল

- ● মধ্যযুগীয় লাতিন আর্চ ডাইওসিস মাণ্ডলিক প্রদেশসমূহের মূখ্য নগরগুলি
- ● সাধারণ ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হওয়ার নগরগুলি
- \+ তীর্থস্থানসমূহ

নবযুগের সূচনা হয়। প্রাচ্যের সাম্রাজ্য এরপরও টিকে থাকলেও ল্যাটিন পাশ্চাত্য জগৎ অনেকগুলো বর্বর রাজ্যে, যথা – স্ট্রোগথ, ভিসিগথ, বার্গাণ্ডীয়, ভ্যাণ্ডাল, অ্যালান প্রভৃতি বর্বর উপজাতি অধ্যুষিত রাজ্যে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ে।

জগতের অন্তিমকাল কি আসন্ন ?

অনেক খ্রীষ্টান এ সময় বিশ্বাস করত জগতের বিনাশ এই বুঝি এসে গেছে ঃ তারা ভাবত মণ্ডলী সাম্রাজ্যের পতনকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। ৪১০ খ্রীষ্টাব্দে রোম অবরোধ করাটা বিশ্বাসী মানুষের কাছে একটি দুঃখজনক ও অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা ছিল। বিধর্মীরা এটাকে দেখেছিল প্রাচীন ধর্ম পরিত্যাগের শাস্তি হিসেবে। খ্রীষ্টবিশ্বাসীগণ ভেবে পাচ্ছিলেন না যে, প্রেরিতশিষ্য ও ধর্মশহীদগণ রোমে সমাহিত হয়েছিলেন, তাঁরা কেন এই নগরীকে রক্ষা করলেন না। কেউ কেউ বলেন ঈশ্বর খ্রীষ্টানদেরকে তাদের পাপের জন্য শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নির্দোষ শিশুরা কেন মারা পড়েছিল ? বেথলেহেমে যেরোম তাঁর লাগামহীন মর্মপীড়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটান। পক্ষান্তরে হিপ্পোতে আগস্তিন তাঁর [৮৮]
ঐশনগরী গ্রন্থে এসব দুঃখজনক ঘটনায় কিছু কিছু বিশেষ অর্থ ও তাৎপর্য আরোপ করেন।

ধর্মপালগণ বিভিন্ন নগর রক্ষা করেন

এরূপ ভয়ানক পরিস্থিতিতে খ্রীষ্টমণ্ডলীই ছিল একমাত্র সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠান। অনেক ধর্মপালই তখন ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়তে উদ্যত সাম্রাজ্যের প্রশাসনের কাজের ঘাটতি পূরণে এগিয়ে আসেন। হিপ্পোতে আগস্তিন শরণার্থীদের আশ্রয়

[৮৯] মণ্ডলীর মধ্যে বর্বররা

পর্তুগালের উত্তরে অবস্থিত ব্রাগার একজন যাজক ওরোসিউস ভ্যাণ্ডালদের কাছ থেকে পালিয়ে হিপ্পোতে গিয়ে আগস্তিনের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁরই লেখা 'বিধর্মীবিরোধী ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে তিনি আদম থেকে শুরু করে ৪১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিশ্ব ইতিহাস সম্বন্ধে একটা খ্রীষ্টীয় দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন।

কে জানে ? এমনও হতে পারে যে, বর্বররা রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল যাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সব জায়গায় খ্রীষ্টের মণ্ডলীগুলো হূন, সুয়েবি, ভ্যাণ্ডাল ও বার্গাণ্ডীয় উপজাতি এবং বিচিত্র ও অসংখ্য জাতির বিশ্বাসীদের দ্বারা পূর্ণ হতে পারে। ঈশ্বরের করুণার কথা প্রশংসিত ও কীর্তিতই হওয়া উচিত যেহেতু আমাদের অধোপতনের বিনিময়ে হলেও বহুজাতির মানুষ সত্যজ্ঞান লাভ করছে যা তারা এই সুযোগ ছাড়া কোনদিনই পেতে পারত না।"

ওরোসিয়াস ঃ বিধর্মীবিরোধী ইতিবৃত্তের সপ্ত পুস্তক, ডব্লিউ. রেমণ্ড কর্তৃক সম্পাদিত, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ১৯৩৬, ৭ম, ৪১।

[৯০] ক্লভিসের মন পরিবর্তন

ট্যুরস্-এর গ্রেগরীর (৫৩৮-৫৯৪ খ্রীঃ) জন্ম হয়েছিল ক্লের্মন্ট-ফেরাণ্ড –এ, বাস করতেন লিয়োন্স-এ এবং ৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ট্যুরস্-এর ধর্মপাল হয়েছিলেন। তাঁর বিভিন্ন লেখায় বিশেষ ক'রে তাঁর লেখা 'ফ্রাংকস্‌দের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর গল দেশের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে তিনি আমাদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যদাতা। তাঁর লেখা থেকে আমরা সৈসন্স ভেইস, মেরোভিনগীয়দের মাঝে রাজহত্যা ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পারি।

"যখন দু'সেনাদল যুদ্ধে লিপ্ত হল, তখন সেখানে নিদারুণ হত্যাযজ্ঞ চলল, এবং ক্লভিসের সেনাবাহিনী চরম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। রাজা যখন এই দুর্দশা দেখলেন, তখন তিনি স্বর্গের দিকে চোখ তুলে দুঃখ-ভরা হৃদয়ে কেঁদে ফেললেন ও চিৎকার ক'রে বলে উঠলেন, 'ওগো যীশু খ্রীষ্ট, ক্লটিল্ডে কর্তৃক তুমি জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র বলে আখ্যায়িত হয়েছ। তোমার সম্পর্কে বলা হয়েছে যারা দুঃখভারাক্রান্ত তাদেরকে তুমি নাকি সাহায্য-সহায়তা দাও, যারা তোমার উপর আশা রাখে তাদেরকে নাকি দিয়ে থাক বিজয়। তাই আমি আন্তরিকভাবে বিপদকালে তোমার সহায়তার গৌরব কামনা করি। এ সকল শত্রুদের উপর যদি তুমি আমার বিজয়-গৌরব দান কর, এবং অভিজ্ঞতায় এই সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে, তোমার নামে মানুষ যে শক্তি-ক্ষমতা কাজে লাগিয়েছে তা সফল প্রমাণিত হয়েছে, তাহলে আমিও তোমার উপর বিশ্বাসী হব, তোমার নামে দীক্ষাস্নাত হব। আমি আমার নিজ দেবতাদের কাছে সাহায্য কামনা করেছি, কিন্তু প্রমাণ হয়েছে যে, তারা আমাকে সাহায্য করা থেকে নিজেদের বিরত রেখেছে। আমার বিশ্বাস তাদের কোন ক্ষমতাই নেই, যেহেতু তারা তাদের সেবাকারীদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেনি। তোমারই কাছে আমি এখন অনুনয় করছি, তোমারই উপর এখন আমি বিশ্বাস করি, কি জানি আমি আমার প্রতিপক্ষের হাতে উৎপাটিত হই কিনা।' এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে, দেখ, এ্যালামান্নি পেছনে ফিরে পালিয়ে যেতে শুরু করল।"

ট্যুরস্-এর গ্রেগরী, ইতিহাস ২য়, ২১ (৩০), ও.এম. ডালস্টন কর্তৃক সম্পাদিত, ক্লেরেণ্ডন প্রেস ১৯২৭।

দেন, এবং যাজক ও ধর্মপালগণকে তাঁদের জনগণের পাশে থাকতে নির্দেশ দেন। কার্থেজে শত্রুপক্ষকে বাধাদানের ক্ষেত্রে চালিকাশক্তিরূপে ছিলেন কোয়দভুল্টদেউস, অন্যদিকে এক্সুপেরিয়াস রক্ষা করেন তূলুস ও সিদোনিয়াস, এ্যাপোলিনারিয়ুস রক্ষা করেন ক্লেরমন্ট। পেইশেন্ট লিয়োন্স ও এর চারপাশের এলাকার জন্য খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ করেন, এবং নান্টেরের জেনেভিভ নামে এক ধার্মিক সন্ন্যাসিনী প্যারিসবাসীদের মনোবল চাঙ্গা রাখেন।

ফ্রাঙ্কদের ধর্মান্তর

সম্রাট জাস্টিনিয়ান, রাভিনায় সান ভিতেলের মোজাইক শিল্পকর্ম

এ সকল বর্বরদের বশ্যতা স্বীকার ক'রে নেয়া ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। এছাড়াও তাদের
[৮৯] কারও কারও রোমীয় জগৎ সম্পর্কে সাংঘাতিক শ্রদ্ধাবোধ ছিল আর তাই তারা সাম্রাজ্যের পুরনো কর্মকর্তাদের তাদের চাকুরি হিসাবে গ্রহণ করেন। ওরোসিয়াস ভেবেছিলেন শত্রুদের আক্রমণগুলো হয়তো বা মণ্ডলীর জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘোষণা করছে। চতুর্থ শতাব্দীতে উলফিলাস জার্মানদের কাছে আরিয়ুসপন্থী খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেছিলেন। সন্দেহ নেই জার্মানদের অনেকেই উক্ত খ্রীষ্টধর্মই গ্রহণ করেছিল। মূলধারার খ্রীষ্টানদের প্রতি তারা মোটামুটি সহনশীল ছিল, কিন্তু আরিয়ুসপন্থী ভ্যাণ্ডালরা আফ্রিকার অন্যান্য খ্রীষ্টানদের উপর এক নির্মম অত্যাচার শুরু করে। ফ্রাঙ্করা তখনও বিধর্মী বা পৌত্তলিকই ছিল, কিন্তু কনস্টান্টাইনের মত,
[৯০] তাদের রাজা ক্লভিস এ্যালামান্নিদের উপর তার বিজয়কে তার খ্রীষ্টান স্ত্রী ক্লটিল্ডের ঈশ্বরের বিজয় বলে মনে করেন। ক্লভিসের ৫০০ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ পরবর্তীতে সুদূর-প্রসারী ফল ফলিয়েছিল। ফ্রাঙ্করা প্রাচীন গল-রোমীয়দের সহযোগিতা পেয়ে লাভবান হয়। ক্লভিস আরিয়ুসপন্থী জার্মানদের জয় করেন। কাথলিক খ্রীষ্টানরা – যাদের একজন আপন রাজা রয়েছেন– কনস্টান্টিনোপলকে খুব একটা আর পাত্তা দিত না। তাদের কাছে ক্লভিস ছিলেন তাদের নতুন কনস্টান্টাইন।

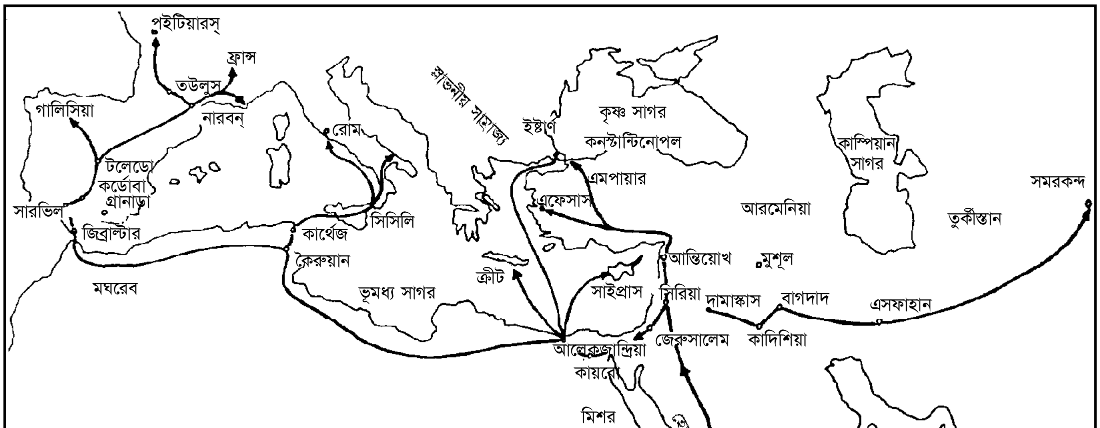

সপ্তম থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে মুসলমানদের আক্রমণের স্থানসমূহ

জাস্টিনিয়ান

কনস্টান্টিনোপলে সম্রাট জাস্টিনিয়ান (৫২৭-৫৬৫ খ্রীঃ) বর্বরদের হস্তগত অঞ্চলগুলো পুনর্দখলের একটি বীরোচিত প্রচেষ্টা শুরু করেন, এবং আফ্রিকায় ও ইতালিতে এ ব্যাপারে আংশিক সফলকামও হন। কিন্তু তার খ্যাতিলাভের প্রধান কারণটি ছিল কনস্টান্টিনোপলে সেন্ট সোফিয়ার গির্জা নির্মাণ করা ও রোমীয় আইন-সংহিতা, সাম্রাজ্যের সকল আইনের একটি সংকলন প্রকাশ করা। উক্ত সংহিতাটি হয়ে উঠে ইউরোপের সামাজিক ও ধর্মীয় আইন-কানুনের ভিত্তিস্বরূপ।

২। ইসলামের জন্ম ও আরবদের আক্রমণ

দেড় শতাব্দী পর, আরব থেকে আগত অন্যান্য আক্রমণকারীরা ভূমধ্যসাগরীয় মণ্ডলীর মানচিত্রে অধিকতর মৌলিক পরিবর্তন সাধন করে।

এক বিস্মৃত আরব দেশ

সপ্তম শতাব্দীর আরব দেশ ছিল বিভিন্ন সভ্যতা ও ধর্মের সংযোগস্থল স্বরূপ। ঐতিহ্য অনুসারে হানিফরা প্রাচীন

সপ্তদশ শতাব্দীর খোদাইকৃত আরবী লিপি ঃ ‘খোদা ভরসা’।

কোরআন

[৯২] সূরা বাকারাহ্ থেকে উদ্ধৃত (কোরআন, দ্বিতীয় পারা)

কোরআন সুরা এবং পারায় বিভক্ত। বিষয় অনুসারে প্রায়ই এগুলির নামকরণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় সুরার নাম রুকু ৮ এর ৬৭ আয়াত থেকে নেওয়া হয়েছে যেখানে মূসার গরু কুরবানীর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।

[৯১] উদ্বোধনী প্রার্থনা

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

সমুদয় প্রশংসা আল্লাহর জন্যই যিনি সারা বিশ্বের পালনকর্তা। যিনি অসীম করুণাময় ও দয়াময় তিনি বিচার দিনের অধিকর্তা। আমরা শুধু তোমারই উপাসনা করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য কামনা করি। আমাদেরকে সহজ সরল পথ প্রদর্শন কর। ঐ সকল লোকদের পথ, যাদের উপর তুমি অনুগ্রহ প্রদান করেছ। তাদের পথে আমাদেরকে পরিচালিত করো না, যারা অভিশপ্ত; এবং তাদের পথেও না, যারা পথভ্রষ্ট ।

পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে কোন পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণকে বিশ্বাস করলে এবং আল্লাহ্র ভালবাসায় আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থীগণকে এবং দাস মুক্তির জন্য অর্থদান করলে, নামায যথাযথভাবে পড়লে ও যাকাত (দান) করলে এবং প্রতিশ্রুতি পালন করলে, এবং দুঃখ, কষ্ট ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য ধারণ করলে। এরাই তারা যারা সত্যবাদী এবং সাবধানী। (১৭৭ আয়াত)

মানুষ (আদিতে) ছিল একজাতি। (পরে মানুষেরাই বিভেদ সৃষ্টি করল) অতঃপর আল্লাহ্ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন; এবং মানুষের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল তার মীমাংসার জন্য তিনি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন, এবং যাদের তা দেওয়া হয়েছিল স্পষ্ট নির্দেশনাদি তাদের নিকট আসার পর তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ বিরোধিতা করত। অতঃপর যারা বিশ্বাস করে তারা যে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করত আল্লাহ্ তাদের সে বিষয়ে নিজ অনুগ্রহে সত্য-পথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন। (২১৩ আয়াত)

আল্লাহ্ ! তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, অনাদি। তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে ? তাদের (মানুষের) সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত আছেন। যা তিনি ইচ্ছা করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা (মানুষেরা) আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর আসন আকাশ ও পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত, আর ওদের (আকাশ-পৃথিবীর) রক্ষণাবেক্ষণে তিনি ক্লান্ত হন না, তিনি অতি উচ্চ, মহামহিম। (২৫৫ আয়াত)

একেশ্বরবাদের প্রতি বরাবর একনিষ্ঠ ছিল। ইহুদী ও খ্রীষ্টান কয়েকটি মণ্ডলী তখন লোহিত সাগরের তীরে ও দক্ষিণাঞ্চলে (ইয়েমেন) স্থায়ীভাবে বসবাস করছিল। তবে, দেশের অধিকাংশ এলাকাই তখন বহু দেববাদী যাযাবর গোত্রগুলোর দখলে ছিল। এই যাযাবর গোত্রগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে অবিরত যুদ্ধে লিপ্ত থাকত। আরববাসীদের সেই কৃষ্ণ পাথরখানি (কা'বা)সহ মক্কা নগরীর প্রতি একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল, কেননা সেখানে অনুষ্ঠিত হত বিভিন্ন মেলা এবং এটা একটা তীর্থস্থানও ছিল বটে।

সর্বশেষ নবী

৬১০ খ্রীষ্টাব্দে বিভিন্ন প্রচলিত ধারা/মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মোহাম্মদ উর্ধ্বলোক থেকে প্রাপ্ত এক বার্তা ঘোষণা করেন। তিনি প্রচার করতে লাগলেন ঐশী বিচার আসন্ন। আল্লাহ্ একজনই মাত্র যাঁর প্রতি বিশ্বাসীকে (মুসলমান) পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে হবে (ইসলাম)। আব্রাহাম থেকে যীশু খ্রীষ্ট পর্যন্ত নবীদের এক সুদীর্ঘ পরম্পরায় সর্বশেষ নবী হওয়ায় হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনের ভূমিকা ছিল আরবে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করা এবং তাঁর জনগণকে
[৯১] তাদের নিজস্ব ভাষায় ঐশী কিতাব (কোরআন) প্রদান করা যা তাদেরকে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সমকক্ষ ক'রে তুলবে।
[৯২] তাঁরই নিজ গোত্রের লোকদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে হযরত মোহাম্মদ (সঃ) মদিনার উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ করেন। এটাই হিজরা অর্থাৎ মুসলিম যুগের সূচনা বলে পরিচিত। খ্রীষ্টান ও ইহুদীদেরকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করতে না পেরে হযরত মোহাম্মদ (সঃ) উভয় সম্প্রদায়ের উপর ক্ষিপ্ত হন এবং বিশ্বব্যাপী এক ধর্মরূপে তাঁর নতুন ধর্মের কথা ঘোষণা করেন। আরবের বিভিন্ন গোত্রগুলোকে একত্রীকরণে সফলকাম হয়ে তিনি বিজয়ীবেশে মক্কায় ফিরে যান এবং এরই কয়েক মাস পর সেখানে মৃত্যুবরণ করেন (৬৩২ খ্রীঃ)।

জ্বিহাদ বা ধর্মযুদ্ধ

উদীয়মান আরবদের প্রতিহত করার জন্য এমন শক্তি রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের ছিল না, তারা কোন রকমে তখন টিকে ছিল তাদের নিঃশেষিত ধ্বংসাবশেষের উপর। এই সুযোগে আরবরা তাদের নবগঠিত সেনাবাহিনী নিয়ে তাদের উপর মুহূর্মুহু ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং পরপর কয়েকটি বিজয় লাভ করে। এই যুদ্ধে তারা সাগ্রহে তাদের মৃত্যুকে বরণ করে নেয়, কেননা তা ছিল 'আল্লাহ্‌র পথে লড়াই' (জ্বিহাদ – যার অনুবাদ করা হয় 'ধর্মযুদ্ধ')। বিজেতাদের – যাদের সময় সময় মুক্তিদাতা ভাবা হত – বিজয়লাভ সহজতর হয় যেহেতু সিরিয়া ও মিশরের জনগণ এ ব্যাপারে ছিল একেবারেই নিষ্ক্রিয়-উদাসীন, কারণ তারা সেই সময় ধর্মতত্ত্ব ও নীতির প্রশ্নে (দ্রষ্টব্য ১০১পৃষ্ঠা) কনস্টান্টিনোপলের সঙ্গে একটা স্থায়ী রেষারেষিতে লিপ্ত ছিল। ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে জেরুসালেম অধিকৃত হয় এবং একই সময়ে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনও আরবদের হস্তগত হয়। ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়ার এবং ৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে পারস্যের পতন হয়। আলোচ্য শতাব্দীর শেষ দিকে এসে উত্তর আফ্রিকার পালা আসে যদিও সেখানকার লোকেরা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ দাঁড় করিয়েছিল। আরবদের কর্তৃক ৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে কাইরোয়ান স্থাপিত হয়েছিল। কার্থেজ অধিকৃত হয় ৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। ৭১১ খ্রীষ্টাব্দে আরবরা ও ইসলাম ধর্মগ্রহণকারী বারবাররা স্পেন বিজয় শুরু করে। এভাবে তারা ফ্রাঙ্কদের রাজ্যের কেন্দ্রস্থল (পৈতিয়ের, ৭৩২ খ্রীঃ) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিল।

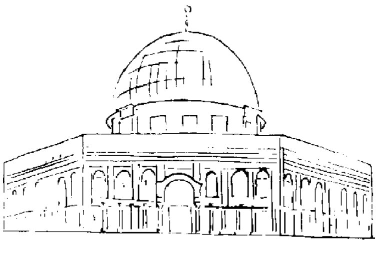

জেরুসালেমের রকের গম্বুজ (ওমরের মসজিদ)

এই সময় হতে ইসলাম খ্রীষ্টানদের বড় শত্রুরূপে আবির্ভূত হয় আর এ থেকে এক অশেষ যুদ্ধের সূচনাও হয়। তবে ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দের আগে স্পেন বিজয় সম্পূর্ণ হয়নি। একাদশ শতাব্দীর পর থেকে পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টানদের খ্রীষ্ট যে যে স্থানে বসবাস করেছেন তা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধর্মযুদ্ধের আয়োজন করতে হয়েছিল। তবে, আরবরা গ্রীক সভ্যতাকে আত্মস্থ করে নিয়েছিল এবং নিজেদেরকে পরিণত করেছিল এই প্রাচীন জ্ঞান বিস্তারের বাহনরূপে। কোন কোন স্থান, যেমন – স্পেন ও সিসিলি হয়ে উঠেছিল ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের কেন্দ্রস্থল।

৩। এক নতুন ধর্মীয় ভৌগলিক কাঠামো বিন্যাস

মণ্ডলীর ভরকেন্দ্রের পরিবর্তন

প্রাচ্যের ও উত্তর আফ্রিকার সু-প্রাচীন মণ্ডলীসমূহ আরব আধিপত্যের অধীনে ভেঙ্গে পড়ে। মুসলমানগণ তুলনামূলকভাবে তাদের প্রতি সহনশীল হওয়া সত্ত্বেও এ সকল খ্রীষ্টীয় সমাজ প্রাচ্যে ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছিল যদিও বা আজও পর্যন্ত তারা একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি। এদের মধ্যে মিশরের কপ্টরা এবং লেবাননের ম্যারোনাইটরা সর্বাধিক সুপরিচিত। উক্ত মণ্ডলীগুলো মণ্ডলীর স্থায়ী সুপ্রতিষ্ঠিত দিকগুলো, যেমন – সন্ন্যাস-জীবন বাঁচিয়ে রেখেছে এবং তাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য অব্যাহত রেখেছে যা নাকি তাদের উপাসনিক ভাষায় স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। পক্ষান্তরে, উত্তর আফ্রিকার খ্রীষ্টসমাজগুলোর ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় সহজেই চোখে পড়ে। আরবদের বিজয়ের পরেই সেখানে চল্লিশ জন, ১০৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অনধিক পাঁচজন এবং ১০৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দু'জন ধর্মপাল ছিলেন। সর্বশেষ খ্রীষ্টানগণ বিলুপ্ত হল দ্বাদশ শতাব্দীর শুরুতে। তাইতো খ্রীষ্টমণ্ডলীর ভরকেন্দ্র আর ভূ-মধ্যসাগরীয় এলাকা রইল না, এর কেন্দ্র হয়ে উঠল রোম। এই পরিবর্তন ঘটে উত্তর গোলার্ধের অভিমুখে। ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলে আরবদের উপস্থিতি সমুদ্রপথে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্যিক যোগাযোগকে পূর্বাপেক্ষা কঠিন ক'রে তোলে। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং সপ্তম শতাব্দীর আরম্ভের দিকে ইউরোপ মহাদেশে স্লাভরা দানিউবের তীরবর্তী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে এবং ভূ-মধ্যসাগরীয় এলাকা, ডালমাটিয়ার উপকূল, মাসিডনিয়া ও পেলপনিস অঞ্চল পর্যন্ত চলে আসে। তারা গ্রীকপন্থী প্রাচ্য ও ল্যাটিনপন্থী পাশ্চাত্যের মধ্যে একটি বাধা সৃষ্টি করে। আর তাই এক নতুন খ্রীষ্টীয় ভৌগলিক বিন্যাসের সূচনা হয়।

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য

দক্ষিণে প্রাচ্যের রোম সাম্রাজ্য সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও মিশরকে হারিয়েছিল। উত্তরে ও পূর্বে তা স্লাভ ও বালগারদের দ্বারা হুমকির কারণ হয়ে উঠেছিল এবং গ্রীকভাষী একটি এশীয় রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে উঠেছিল। এ সময় থেকে এটি বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যরূপে পরিচিত হয়ে উঠে – 'বাইজান্টিউম' থেকে এর নামকরণ হয়। শহরটি বোসফোরাস এলাকায় স্থাপিত কনস্টান্টিনোপলের পূর্বে অবস্থিত।

আরব দুনিয়ার মধ্যে প্যাট্রিয়ার্ক শাসিত আলেকজান্দ্রিয়া, জেরুসালেম ও আন্তিয়োক একেবারে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। উক্ত প্যাট্রিয়ার্ক-শাসিত অঞ্চলগুলোর পতনের পর কনস্টান্টিনোপলের প্যাট্রিয়ার্কের ভূমিকা জোরদার হয় এবং এরপর থেকে তিনি প্রাচ্য মণ্ডলীর প্রধানরূপে এবং রোমের ধর্মপাল পোপের প্রতিপক্ষরূপে আবির্ভূত হন।

বর্বর-অধ্যুষিত পাশ্চাত্য

বর্বরদের আক্রমণগুলোর পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের বর্বর রাজ্যগুলোতে পরিস্থিতির একটি সার্বিক অবনতি পরিলক্ষিত হয়। নগর জীবনের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যও তিরোহিত হয়। বেঁচে থাকার জন্য একমাত্র কাজ ছিল বড় বড় ভূ-সম্পত্তিতে চাষাবাদ করা। অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী যুগের পর যে অবক্ষয় দেখা দেয় তাতে নৈতিক মানদণ্ডের একটা সার্বিক অধঃপতন ঘটে। অধ্যয়ন ও শিল্প-সাহিত্যে ও ধর্মকর্মে আগ্রহের অভাব পরিলক্ষিত হয়। ধর্ম তখন নানা পৌত্তলিক কু-সংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। তা সত্ত্বেও আপাতঃদৃষ্টিতে প্রতীয়মান অবক্ষয়টা হয়ে ওঠে এক নতুন সংমিশ্রনের একটি সুযোগ। ক্রমান্বয়ে খ্রীষ্টধর্ম এমন একটি সভ্যতার জন্মলাভে সহায়তা করে যা জার্মান অবদানের সঙ্গে গ্রীক-ল্যাটিন উত্তরাধিকারের সমন্বয় সাধন করে।

গ্রামাঞ্চলের ও প্রকৃতির ধর্ম

এ সময় বড় বড় ভূ-সম্পত্তিগুলোর উপর গ্রামাঞ্চলের ধর্মপল্লীগুলোর সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। খ্রীষ্টধর্ম তখন গ্রামদেশের ধর্মে পরিণত হয়েছিল – গ্রামবাসীদের ধর্মীয় গান তাদের ধর্মভক্তি তাদের পুষ্টিদানকারী মাটির প্রতি আনুগত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত ও ব্যক্ত ছিল। পঞ্চম শতাব্দীতে ভিয়েনের ধর্মপাল মামেরতুস 'রোগেশন' নামে পর্যাপ্ত ফসল ঘরে তোলার জন্য প্রার্থনার প্রচলন করেন। এই প্রার্থনা আবৃত্তি করা হত ফসলের মাঠের মধ্য দিয়ে শোভাযাত্রা করে। গ্রামদেশে উৎপত্তি এ ধর্ম তার সাধু-সাধ্বীদের প্রতি ভক্তি ও অলৌকিকতার আকর্ষণের মধ্য দিয়ে এমন

ধরনের জনপ্রিয় ধর্ম গড়ে উঠেছিল যার প্রতি বতর্মানেও নতুন আকর্ষণ ফিরে আসছে।

মঠবাসী সন্ন্যাসীগণ – কৃষ্টির ধারক ও স্রষ্টা

সম্রাট শর্লোমেন। ফ্রান্সের মেৎজেতে সম্রাটের মূর্তি

ধর্মযাজক ও ধর্মপালগণ নয় বরং মঠবাসী সন্ন্যাসীগণই খ্রীষ্টধর্মের দীপ্ত স্ফুলিঙ্গ অম্লান রেখেছিলেন। সন্ন্যাসীগণ প্রায়ই বাণীপ্রচার কাজের পুরোভাগে ছিলেন। এ কাজে আইরিশ সন্ন্যাসীগণ ছিলেন অগ্রগামী এবং তা করতে গিয়ে তাদেরকে আদি খ্রীষ্টান পরিব্রাজকদের অনুরূপ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। সাধু কলম্বানুস (৫৪০-৬১৫ খ্রীঃ) আয়ারল্যাণ্ডের ব্যাঙ্গোর ছেড়ে ব্রিটানীতে যান এবং ভসগেসের লাক্সয়ুইলে, লেক কনস্টান্সের উপকূলে ব্রেগেঞ্জ-এ এবং উত্তর ইতালীর বোব্বিও-তে মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। আইরিশ সন্ন্যাসীগণ এক নতুন ধরনের পাপমোচনের প্রবর্তন
[১১০] করেছিলেন – যার মধ্যে ছিল অনুতাপসূচক নির্ধারিত দণ্ডসমূহ ও ব্যক্তিগত পাপস্বীকার। অন্যান্য সন্ন্যাসীগণ যারা সাধু বেনেডিক্টের নিয়মাবলী মেনে চলতেন, তাঁরাও ছিলেন বাণী
[৯৩] প্রচারক,যেমন – ক্যান্টারবেরীর আগস্তিন (৬০০ খ্রীঃ), বা ধর্মশাস্ত্র ব্যাখ্যাকারী ও ল্যাটিন ঐতিহ্যের রক্ষক, যেমন – ভক্তিভাজন বীড (সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী)।

পৌত্তলিকদের মন পরিবর্তনকে দু'ভাবে কল্পনা করা যায়

[৯৩] ইংল্যাণ্ডে তাঁর প্রচারকার্য বিষয়ক সাধু আগস্তিনকে দেয়া মহাপ্রাণ পোপ গ্রেগরীর উপদেশ

"যতটা কম পার বিধর্মী বা পৌত্তলিকদের মন্দির ধ্বংস কর; শুধুমাত্র তাদের প্রতিমাগুলো ধ্বংস ক'রে তাদের উপর পবিত্র জল ছিটিয়ে দাও, যজ্ঞবেদী নির্মাণ কর ও ইমারতে স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন কর যাতে যদি মন্দিরগুলো সুনির্মিত হয়ে থাকে, তাহলে তুমি শুধু তাদের উদ্দেশ্যটা পরিবর্তন করবে, কেননা এসব মন্দির নির্মাণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শয়তানের পূজা করা। তুমি তা করবে যাতে তখন থেকে সেই স্থানটিতে সত্য ঈশ্বরের উপাসনা হয়। এতে যখন লোকেরা দেখবে তাদের উপাসনালয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি, তখন তাদের অতীতের ভুলের কথা ভুলে যাবে, এবং সত্য ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে তারা সেই একই স্থানে তাঁর উপাসনা করতে আসবে যেখানে তাদের পূর্বপুরুষরা সমবেত হত। তাদের প্রথা অনুসারে তারা শয়তানের সম্মানার্থে বিপুল সংখ্যক গবাদি পশু বলি দিত বলে তাদের পালা-পার্বণের রীতি-নীতি পরিবর্তন করার দরকার নেই, যার জন্য নিবেদন-পর্বদিনে বা যাদের স্মৃতিচিহ্ন গীর্জায় স্থাপন করা হয়েছে এমন ধর্মশহীদ সাধু-সাধ্বীগণের পার্বণে গীর্জার চারদিকে গাছের ডালপালা দিয়ে চালাঘর তৈরী করবে যেমনটা তারা করত বিধর্মী মন্দিরের চারদিকে, এবং ধর্মীয় ভোজের মধ্য দিয়ে পর্বোৎসব পালন করত ... একইভাবে তাদের আনন্দের বহিঃপ্রকাশের সুযোগ দিয়ে তুমি আরও সহজে তাদের অন্তরের আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভ করতে সহায়তা করবে। কেননা এই মর্মে নিশ্চিত হও যে, এ ধরনের বিভ্রান্ত মানুষদের তাদের সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা থেকে একবারে মুক্ত করা অসম্ভব। কোন পর্বতে আরোহণ করা যায় এক লাফে নয় বরং ধীরে ধীরেই।"

মহাপ্রাণ গ্রেগরী, পত্র ১১শ, ৫৬

[৯৪] সাক্সনীর উপর শার্লামেনের নিষেধাজ্ঞা

ক্যারলিনজিয়ান নৃপতিদের আইনী রচনাকে বলা হত 'ক্যাপিটিউলারিশ'।

"যে কেউ বলপূর্বক কোন গীর্জাঘরে প্রবেশ করবে এবং জোর ক'রে বা চুরি ক'রে সেখান থেকে কোন জিনিস অপসারণ করবে, কিংবা দালানে আগুন ধরাবে, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।

যে কেউ খ্রীষ্টধর্মকে অবজ্ঞা ক'রে প্রায়শ্চিত্তকালীন উপবাস পালন করবে না ও মাংসাহার করবে, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।

যে কেউ বিধর্মীদের ধর্মরীতি অনুযায়ী কোন মৃতদেহ আগুনে পুড়াবে, তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হবে।

যে কোন অদীক্ষাস্নাত স্যাক্সন যদি তার জাতির লোকদের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখে এবং দীক্ষাস্নান গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়, তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে ...।"

॥২ ॥ খ্রীষ্টীয় জগতের প্রথম পুনর্গঠন

১। ক্যারোলিনজিয়ান রেনেসাঁ

যখন মেরভিনজিয়ান রাজ্যগুলোর একে একে পতন হচ্ছিল, তাদের রাজারা নিষ্ক্রিয় ও অক্ষম ছিল, সেই সময় বীর যোদ্ধাদের একটি বংশ ক্রমান্বয়ে খ্যাতি অর্জন করে। এটি ছিল মেৎজ রাজধানী সংবলিত প্রাচ্য রাজ্য অষ্ট্রাশিয়ার প্যালেসের মেয়রদের বংশ। এদেরই একজন চার্লস মার্টেল মণ্ডলীর কাজ-কারবার নিজের হাতে তুলে নেন ঃ তিনি ধর্মপাল ও মঠাধ্যক্ষদের নিয়োগ করতেন এবং নিজের ইচ্ছামত মণ্ডলীর ভূমি বিক্রি বা হস্তগত করতেন। তিনি ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে পৈতিয়েরে এবং এরপর ৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে আভিগননে আরবদের অগ্রাভিযান রোধ করেন। ক্ষমতার মূল উৎসগুলো আঁকড়ে থেকে চার্লস মার্টেলের পুত্র ও উত্তরাধিকারী ক্ষুদ্রকায় পেপিন পোপ জাখারিয়াসকে অনুরোধ করেন যাতে তিনি এই শাসন অবস্থা বিধিসম্মত করেন। পেপিন ও পোপতন্ত্র পরস্পরের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি সমঝোতায় উপনীত হন।

পোপীয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি

ক্ষুদ্রকায় পেপিনের সঙ্গে পরামর্শ করে পোপ উত্তর দিলেন, “ক্ষমতা যার হাতে, তাকে রাজার উপাধি দেয়া সর্বোত্তম।” এ কারণেই ৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর প্রেরিতদূত বনিফাস কর্তৃক পেপিন রাজমুকুট ধারণ করেন। সেই সময় পোপ জাখারিয়াস রোমে লোম্বার্ডদের হুমকির সম্মুখীন হচ্ছিলেন এবং তখন কনস্টান্টিনোপলের সম্রাটের সাহায্যের উপর আর ভরসা করতে পারছিলেন না। তাই এ অবস্থায় তিনি পেপিনের সাহায্য প্রার্থনা করতে বাধ্য হন। ৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে পোপ পুনরায় অভিষিক্ত করেন পেপিনকে ও তাঁর পুত্রদের যাদের মধ্যে ছিলেন ভবিষ্যতে বিখ্যাত শার্লামেন। ইতালীতে এক অভিযানের সময় “ঈশ্বর মনোনীত” ও “নতুন দাউদ” সেই নতুন রাজা রোমে পোপকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং লোম্বার্ডদের কাছ থেকে পুনর্দখলকৃত (৭৫৬ খ্রীঃ) ভূমিসমূহের উপর পোপের পূর্ণ ক্ষমতা ফিরিয়ে দেন। এভাবেই পোপীয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয় এবং ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তা স্থায়িত্ব লাভ করেছিল। পোপ উক্ত ভূমির উপর শাসনকর্তা হলেন বটে, কিন্তু ফ্রান্সের রাজাদের প্রভাববলয়ের অধীন হয়ে পড়েন। এসব তাঁকে কনস্টান্টিনোপলের সম্রাটের বিরুদ্ধে একটি নাজুক পরিস্থিতিতে ফেলে দেয়।

এক নতুন পাশ্চাত্য সাম্রাজ্য

শার্লামেন (৭৬৮–৮১৪ খ্রীঃ) তাঁর পিতার নীতিই বহাল রাখেন। তিনি পশ্চিম ইউরোপের ঐক্য জোরদার করেন, [৯৪]
আরবদের উত্তর স্পেন পর্যন্ত বিতাড়িত করেন এবং প্রাচ্য পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তার করেন – এক সন্ত্রাসের অভিযান চালিয়ে স্যাক্সনদের জোর ক'রে ধর্মান্তরিত করেন। তিনি পোপতন্ত্রের উপর নিজের মতামত চাপিয়ে দেন। ৮০০ খ্রীষ্টাব্দের বড়দিনের দিন পোপ তাঁর মাথায় সম্রাটের মুকুট পরিয়ে দেন। জার্মান ছাপ সংবলিত নতুন সাম্রাজ্য রোম সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়। নতুন সাম্রাজ্যের এই যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা, তা একতা ও শান্তির আদর্শের প্রতি অবিচলতাই তুলে ধরে যা রূপায়িত হয় এমন প্রতিষ্ঠানে যা একই সময় রাজনৈতিক ও মাণ্ডলিক। এরপর থেকে পাশ্চাত্য সমাজের দুই প্রধান খুঁটি হয়ে উঠেন পোপ ও সম্রাট। তা সত্ত্বেও নতুন সম্রাট কনস্টান্টিনোপলের রাজসভাসদবর্গ কর্তৃক জবরদখলকারীরূপে বিবেচিত হন, কারণ বাইজান্টাইন রাজধানীর বাইরে কেউ সম্রাট উপাধি ধারণ করুক – এটা তারা সহ্য করতে পারছিল না। গ্রীকপন্থী প্রাচ্য ও ল্যাটিন পাশ্চাত্যের মধ্যে বাদানুবাদের এটি ছিল অপর একটি কারণ।

শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়

ক্যারোলিনজিয়ান নৃপতিগণ মণ্ডলীর শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা ও এর মান-মর্যাদার কিছুটা পুনরুদ্ধার করাকে তাদের কর্তব্য বলে গণ্য করেন। এ থেকেই “ক্যারোলিনজিয়ান রেনেসাঁ” কথাটির উৎপত্তি হয়। পেপিনের আমলে সন্ন্যাসী ও ধর্মপাল বনিফাস (মৃত্যু ৭৫৪ খ্রীঃ) জার্মানীর ধর্মপ্রদেশগুলোর পুনর্বিন্যাস করেন। অনেক আইনের প্রণয়নের মাধ্যমে প্রায়শঃ এ্যালসুইন-এর মত সন্ন্যাসীদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে শার্লামেন মণ্ডলীর এক বলিষ্ঠ সংস্কারের

কাজ হাতে নেন। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারূপে তাদেরকে গণ্য ক'রে তিনি অতি যত্নে ধর্মপালদের বেছে নিতেন। ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের ক্ষেত্রে মেৎজ্-এর ক্রোডেগ্যাং (মৃত্যু ৭৬৬ খ্রীঃ) কর্তৃক প্রেরণাসঞ্জাত এক ধরনের ধর্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন। মন্টপেল্লিয়ের-এর নিকটবর্তী বেনেডিক্ট – এনিয়েনের মঠাধ্যক্ষ, বেনেডিক্টের নিয়মাবলীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং কয়েকটি মঠের সংস্কার সাধন করেন। সর্বক্ষেত্রে সফল না হলেও সন্ন্যাসীদের দ্বারা মঠাধ্যক্ষ নির্বাচনের প্রথা পুনঃপ্রচলনের চেষ্টা করেছিলেন।

উপাসনিক সংস্কার

গল ভাবধারাপুষ্ট উপাসনার অবক্ষয় রোধকল্পে শার্লামেন তাঁর রাজ্যে রোমীয় উপাসনা-রীতির বই-পুস্তক প্রচলন করেন ও চাপিয়ে দেন। পুরাতন নিয়মের ভাবধারাপুষ্ট উপাসনিক সংস্কার আচারপ্রিয়তা ও আইনের বিধানের চুলচেরা অনুসরণপ্রিয়তার দিকে এগিয়ে চলে। প্রার্থনার সামাজিক দিকটা লোপ পায়। যে সকল বিশ্বাসীভক্ত ল্যাটিন ভাষা বুঝত না, তাদের কাছে খ্রীষ্টযাগ হয়ে উঠেছিল এক রহস্যপূর্ণ ও জাঁকজমকপূর্ণ ধর্মীয় প্রদর্শণীর সামিল। সাধারণ রুটির স্থান দখল ক'রে নিয়েছিল খামিরবিহীন রুটি। যাজক এ সময় জনগণের দিকে পেছন ফিরে খ্রীষ্টযাগ উৎসর্গ করতে থাকেন এবং খ্রীষ্টপ্রসাদীয় প্রার্থনা আবৃত্তি করেন নীচু গলায়। যাজকদের একান্তে বা ব্যক্তিগত খ্রীষ্টযাগ উৎসর্গের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। নতুন প্রণোদিত আইনগুলো আইরিশদের পাপমোচনমূলক নির্ধারিত দণ্ডসমূহের সকল অগ্রগতি থামানোর ও পাপ মোচনের পূর্বতন উপাসনিক আচার পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করে।

বুদ্ধিবৃত্তিক নবায়ন

যাজক সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষালয় স্থাপনের আহ্বান জানিয়ে শার্লামেন একটি বুদ্ধিবৃত্তিক নবায়নের সূত্রপাত করেন। আই-লা-শ্যাপেল-এর রাজসভায় প্যালেটিন একাডেমী সে যুগের প্রতিভাবান ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটিয়েছিল যাদের অনেকেই ছিলেন সন্ন্যাসী। ধর্মশাস্ত্র মণ্ডলীর পিতৃগণ ও উপাসনার উপর অধ্যয়নের পাশাপাশি ক্লাসিক্যাল ল্যাটিনকে পূর্বেকার অবস্থায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চলে। অনুলিপিকারদের কর্মশালাগুলো লিপিকলা এবং অলঙ্করণের জন্য উল্লেখযোগ্য বহু পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করে। এরূপ নবায়ন সর্বোচ্চ শিখরে গিয়ে পৌঁছে নবম শতাব্দীর শুরুতে। ঐশতত্ত্বে কয়েকটি প্রখ্যাত নাম বারবার ঘুরে ফিরে আসে এবং ঐশতত্ত্ব ধর্মতাত্ত্বিক বাদানুবাদের মজা ফিরিয়ে আনে। পাসকাসিউস রাডবার্টুস (মৃত্যু ৮৬৫ খ্রীঃ), রাবানুস মাউরুস (মৃত্যু ৮৫৬ খ্রীঃ) এবং রাত্রামনুস খ্রীষ্টপ্রসাদে খ্রীষ্টের বাস্তব উপস্থিতি সম্বন্ধে তাঁদের বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেন। লিয়োনের একজন পরিসেবক ফ্লোরাস বাইবেলের প্রচলিত সংকলন উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করেন ও ঐশবাণী পাঠকে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বা প্রতিমার প্রতি মাত্রারিক্ত ভক্তির বিরুদ্ধে সর্বোত্তম প্রতিষেধক হিসেবে গণ্য করেন।

২। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন

সকল রাজবংশীয় ও সামরিক গোলযোগের মধ্যে এক শতাব্দীরই অধিক কাল (৭২৬-৮৪৩ খ্রীঃ) ধরে পুণ্য ব্যক্তির বা ধর্মীয় মূর্তি বিষয়ক বিতর্ক বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠেছিল। প্রথম কয়েক শতাব্দীর খ্রীষ্টানগণ কোন দেবতার প্রতীকী রূপায়নকে জোরালোভাবে বিরোধিতা করেছিল, কেননা এটাকে তারা প্রতিমা বলে গণ্য করেছিল। তা সত্ত্বেও তৃতীয় শতাব্দীর পর থেকে ভূ-গর্ভস্থ সমাধিগুলো ধর্মশাস্ত্রের বিভিন্ন চরিত্র ও দৃশ্যাবলীর ছবি দিয়ে সুসজ্জিত করা হয় যার মধ্যে খ্রীষ্টের বিভিন্ন ছবি উচ্চ আসন লাভ করে।

বাইজান্টাইন ঐতিহ্য বরাবরই শিক্ষাদানের মধ্যে মূর্তিকে একটি বিশিষ্ট স্থান দিয়ে আসছিল। এগুলো ছিল অনেকটা যেন 'নীরব ধর্মোপদেশ', 'নিরক্ষরদের জন্য বই'-এর মতো এবং তা এমন সম্মান করা হত, মনে হত যাকে রূপায়িত করা হত, তার উপস্থিতি যেন তাতে মূর্ত রয়েছে। অনেকে এটাকে সুনজরে দেখত না এবং মূর্তির (গ্রীক ভাষায় ICON) ব্যাপারটাকে কু-সংস্কার ও মূর্তিপূজার সামিল মনে করত।

মূর্তি নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত

৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট তৃতীয় লিও কনস্টান্টিনোপলের তাঁর রাজপ্রাসাদের ফটকের উপরে খ্রীষ্টের প্রতিকৃতিটি ধ্বংস

ক'রে ফেলেন। মূর্তি-ধ্বংসের নীতির এটাই ছিল শুরু। সাধারণ মানুষের দাঙ্গাহাঙ্গামা ও সন্ন্যাসীদের প্রতিরোধ সত্ত্বেও সম্রাট তাঁর মূর্তি ধ্বংসনীতি অব্যাহত রাখেন। সম্রাট কি ইসলাম ধর্মের সংস্পর্শে এসে একাজে লিপ্ত হয়েছিলেন ? সম্ভবতঃ তিনি লৌকিক ধর্মকে কলুষমুক্ত করতে এবং সন্ন্যাসীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খর্ব করতে চেয়েছিলেন যাঁরা মূর্তিকে ধ্বংসের হাত থেকে প্রধান রক্ষাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মূর্তি ধ্বংস সর্বোচ্চ শিখরে গিয়ে পৌঁছেছিল সম্রাট পঞ্চম কনস্টান্টাইনের (৭৪১-৭৭৫খ্রীঃ) রাজত্বকালে। মূর্তি রক্ষা করতে গিয়ে অনেক সন্ন্যাসীকে ধর্মশহীদের মৃত্যুবরণ করতে হয়। সম্রাজ্ঞী আইরিন ৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে নিসিয়াতে সপ্তম বিশ্বজনীন মহাসভা আহ্বান ক'রে উত্তপ্ত পরিস্থিতি শান্ত করেন। এই মহাসভায় ধর্মীয় মূর্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বৈধতাকে স্বীকৃতিদান করা হয়।

তা সত্ত্বেও ৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সূত্রপাত হয় এবং শেষ পর্যন্ত ৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের আগে তা বন্ধ হয়নি। এরপর থেকে মূর্তির প্রশ্নের আর কোন বিতর্ক সৃষ্টি হয়নি। সম্রাটদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর মণ্ডলীর ও জনসাধারণের বিজয় সূচিত হয়। তা সত্ত্বেও মোজাইক ও চিত্রশিল্প চিত্রায়ন করতে হয় কতগুলো কঠোর ঐশতাত্ত্বিক নিয়ম-নীতি অনুযায়ী ঃ গির্জাঘরের দেয়ালের উপর পদমর্যাদার ক্রমান্বয় অনুসারে উক্ত মোজাইক ও চিত্রশিল্প চিত্রিত করতে হয় অর্থাৎ গির্জার গম্বুজে থাকবে সর্বশক্তিমান খ্রীষ্টের ছবি এবং চ্যাপলের নীচের দিকে থাকবে সাধু-সাধ্বীদের ছবি।

খ্রীষ্ট সর্বশক্তিমান।
গ্রীসের ডাফনে মোজাইক শিল্পকর্ম

বাইজেন্টিউমের স্বর্ণযুগ

নবম শতাব্দীর শেষ দিকে যদিও পাশ্চাত্য জগতের উপর কালোছায়া নেমে আসছিল, তা সত্ত্বেও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য মাসোডনীয় রাজবংশ (৮৬৭-১০৫৬ খ্রীঃ) ও এর মহাপ্রাণ রাজা দ্বিতীয় বাসিলের (৯৭৬-১০২৫ খ্রীঃ) কারণে ক্রমশঃ এক স্বর্ণযুগের দিকে এগিয়ে যায়। এ সময় সামরিক সাফল্য ও সাহিত্যকর্মের চেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সন্ন্যাসজীবন পল্লবিত হয়। ৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সন্ন্যাসব্রতী আথানাসিউস উত্তর গ্রীসে মাউন্ট এথস-এর উপর সর্বপ্রথম মঠ স্থাপন করেন। এই পবিত্র পর্বতটি হয়ে উঠেছিল সন্ন্যাসব্রতীদের একটি প্রজাতন্ত্রস্বরূপ এবং আধ্যাত্মিকতার একটি উচ্চমার্গের স্থান।

৩। বাণী প্রচার অব্যাহত থাকে

পাশ্চাত্যে

প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে রাজনৈতিক ও রাজবংশীয় বিভিন্ন সংকট বাণীপ্রচারের কাজ ব্যহত করতে পারেনি, তা চলতে থাকে, হোক তা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই কিংবা রাজ-রাজা বা পোপ দ্বারা পরিকল্পিতভাবে। ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষদিকে ইংল্যাণ্ডে খ্রীষ্টমণ্ডলী পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মহাপ্রাণ পোপ গ্রেগরী কর্তৃক ক্যান্টারবেরীর আগস্তিন সেখানে প্রেরিত হয়েছিলেন। অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য জগতের মহান বাণী প্রচারক ছিলেন ইংরেজ সন্ন্যাসী উইনফ্রিড যিনি বনিফাস (৬৮০-৭৫৪ খ্রীঃ) নামে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিচিত। তিনি ফ্রাঙ্ক মণ্ডলীর পুনর্বিন্যাস করেন এবং ফ্রিসিয়ানদের মাঝে (নেদারল্যাণ্ডে) ধর্মশহীদের মৃত্যুবরণ করার পূর্বে বিপুল সংখ্যক ধর্মপাল ও মঠাধ্যক্ষের পদ/তাঁদের অধীনস্থ [৯৪]
এলাকা প্রতিষ্ঠা করেন। অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকে শার্লামেন নব বিজিত স্যাক্সনদেরকে দীক্ষাস্নান গ্রহণ ও মৃত্যুর মধ্যে একটিকে বেছে নিতে দেন, কিন্তু তাঁর উপদেষ্টা সন্ন্যাসী আলসুইন ধর্মান্তরের এ পদ্ধতি অবলম্বনের বিষয়ে কয়েকটি আপত্তির কথা ব্যক্ত করেন। নবম শতাব্দীতে মঙ্গলবাণী প্রচারের কাজ আনস্কারের কারণে হামবুর্গ, ব্রেমেন ও স্ক্যাণ্ডিনেভীয় দেশগুলো পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে।

স্লাভদের মধ্যে

গ্রীক এবং ল্যাটিন মণ্ডলীর প্রচারকগণ দানিউবের সমতলে স্লাভ জাতি অধ্যুষিত দেশগুলোতে মঙ্গলবাণী প্রচার কাজে

সহযোগিতা করে। জার্মান ধর্মপ্রচারকগণ বেভেরিয়া থেকে বোহেমিয়া ও মোরাভিয়ায় আসেন বাণীপ্রচার করতে। একই সময়ে একজন মোরাবীয় রাজপুত্র কনস্টান্টিনোপলে বিশেষ আবেদন করেছিলেন। ৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলের প্যাট্রিয়ার্ক দু'ভাইকে প্রেরণ করেন। তাঁরা ছিলেন – কনস্টান্টাইন যিনি সিরিল নামে সমধিক পরিচিত ও মেথডিয়াস। তাঁরা ছিলেন থেসলোনিকার অধিবাসী এবং স্লাভীয় ভাষার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা এ ভাষার বর্ণমালা উদ্ভাবন করেছিলেন,
[৯৫] কেননা এর আগ পর্যন্ত ভাষাটির শুধু মৌখিক রূপই ছিল। বর্ণমালা উদ্ভাবনের মাধ্যমে তাঁরা বিভিন্ন ধর্মীয় পুস্তক ও উপাসনিক রচনা স্লাভীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। কিন্তু তারপর তাঁরা বেভেরিয়ার ধর্মপালদের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন, কেননা তাঁরা দু'ভাইকে নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতেন, এবং ল্যাটিন ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় তাঁদেরকে উপাসনা পরিচালনা করতে অনুমতি দিতেন না। তাঁদের মতে, মাত্র তিনটি ভাষায় প্রার্থনা করার অনুমতি ছিল। যে তিনটি ভাষায় যীশুর ক্রুশের উপর দোষনামাটি পিলাত লিখেছিলেন (যোহন ১৯:২০)। দু'ভাই বিষয়টির একটা সুরাহা করার জন্য রোমে যান। সেখানে তাঁরা সাদরে অভ্যর্থিত হন। পোপ ৮ম যোহন স্লাভ ভাষার উপাসনা সমর্থন করেন। ইতিমধ্যে কনস্টান্টাইন (সিরিল) মৃত্যুমুখে পতিত হলে তাঁকে একটি রোমীয় গির্জায় সমাহিত করা হয়। এদিকে মেথডিয়াস সিরমিয়ামে বৃহত্তর মোরাভিয়ার (সেভ-এর উপর অবস্থিত – দানিউব ও সেভ নদীর সঙ্গমস্থল থেকে বেশী দূরে নয়) মহাধর্মপাল মনোনীত
[৯৬] হন। কিন্তু ৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর জার্মান ধর্মপালগণ নতুন পোপকে স্লাভ ভাষায় উপাসনা বাতিল বলে ঘোষণা দিতে প্ররোচিত করতে সক্ষম হন।

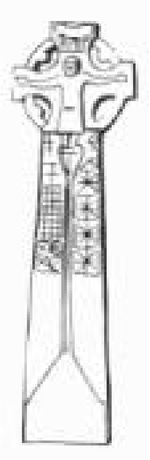

আয়ারল্যাণ্ডের কেল্টিক ক্রুশমূর্তি

বুলগার ও রুশরা

নির্যাতন কবলিত হয়ে মেথডিয়াসের শিষ্যগণ বুলগেরিয়ায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। স্লাভদের দ্বারা প্রধানতঃ প্রভাবিত এশীয় একটি উপজাতি বালগাররা রোম ও কনস্টান্টিনোপলের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা ক'রে চলে।

[৯৫] স্লাভদের মাঝে সিরিল ও মেথডিয়াস (৮৬৩ খ্রীঃ)

"যখন স্লাভরা তাদের রাজপুত্র রাস্তিস্লাভের সঙ্গে দীক্ষাস্নাত হল, তখন সিয়াতপোলক ও কোস্তেল (রাজপুত্রের পরিবারের সদস্য) সম্রাট মাইকেলকে (কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট, ৮৪২-৮৬৭ খ্রীঃ) এই কথা বলে পাঠালেন ঃ 'আমাদের পুরো দেশটাই দীক্ষাস্নাত হয়েছে, কিন্তু আমাদের কাছে প্রচার করে, শিক্ষা দেয় ও ধর্মশাস্ত্র বুঝিয়ে দেয় এমন কোন শিক্ষাগুরু নেই। আমরা গ্রীক ভাষা বুঝি না, ল্যাটিন ভাষাও বুঝি না ঃ কেউ আমাদের একটা, কেউ অন্যটা শিক্ষা দেয় – আমরা ধর্মশাস্ত্রের অর্থ ও তাদের ক্ষমতা বুঝতে পারি না। তাই পবিত্র শাস্ত্রের ভাষা ও মর্মার্থ বুঝিয়ে দিতে সক্ষম এমন শিক্ষাগুরুদের আমাদের কাছে প্রেরণ করুন।'

এই কথা শুনে সম্রাট মাইকেল তাঁর সমস্ত দার্শনিকদের ডেকে স্লাভ রাজপুত্রগণ যা যা বলে পাঠালেন, তা তাঁদের শুনালেন। এর উত্তরে দার্শনিকগণ বললেন ঃ 'থেসালোনিকাতে লিও নামে একজন লোক আছেন ঃ তাঁর দু'পুত্র সুন্দর স্লাভ ভাষা জানে, দু'জনই বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত, এবং দার্শনিকও ...।'

কনস্টান্টাইন (সিরিল) ও মেথডিয়াস সেখানে পৌছেই স্লাভ ভাষায় বর্ণমালা উদ্ভাবন এবং শিষ্যচরিত ও মঙ্গলসমাচার অনুবাদ করলেন। স্লাভরা তাদের নিজ ভাষায় ঈশ্বরের পরাক্রম কার্যের কথা শুনে আনন্দিত হল ... কিন্তু হল কী, কিছু কিছু লোক স্লাভ ভাষার বইগুলোর এই বলে নানা খুঁত ধরতে লাগলেন। 'পিলাত ত্রাণকর্তার ক্রুশের দোষনামাটি যে ভাষায় লিখেছিলেন সেই হিব্রু, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা ছাড়া কোন জাতি/জনগোষ্ঠীর তার নিজস্ব ভাষা ব্যবহারের অধিকার নেই।'

এ কথা শুনে স্লাভ ভাষার বইগুলোর বিরুদ্ধে যারা অসন্তোষ জ্ঞাপন করছিল, তাদের অভিযোগ সঠিক নয় বুঝতে পেরে রোমের পোপ (৮ম যোহন) বললেন, 'পবিত্র শাস্ত্রের বাণী পূর্ণ হোক ঃ প্রতিটি জিহ্বাই যেন ঈশ্বরের প্রশংসা করে।' "

নেস্তোরীয় ঘটনাপঞ্জী ২০ - ১১শ শতাব্দীর একটি পাঠাংশ হতে

তারা পর্যায়ক্রমে সিরিলের বর্ণমালা ও স্লাভভাষী উপাসনা অবলম্বন করে। পরবর্তী শতাব্দীতে রুশরাও এই বর্ণমালা ও উপাসনা গ্রহণ করে। তা সত্ত্বেও দশম শতাব্দীতে উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চল থেকে পরিচালিত নতুন নতুন বহিঃআক্রমণের দ্বারা এ সমস্ত বাণীপ্রচারের প্রবল তৎপরতা মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়।

[৯৬] পোপ ৫ম স্তেফান (৮৮৫ খ্রীঃ) কর্তৃক স্লাভ ভাষার উপাসনা নিষিদ্ধকরণ

পূর্ববর্তী পাঠাংশটির সঙ্গে নিম্নোক্ত পাঠাংশটির সুস্পষ্ট স্ব-বিরোধিতা লক্ষণীয়।

"যারা মেথডিয়াসের কথা শুনেছে, তিনি তাদের কাছে নিয়ে এসেছিলেন মানসিক বা নৈতিক উন্নতি নয় বরং কু-সংস্কার, শান্তি নয় বরং বাদানুবাদ ... প্রাহরিক প্রার্থনা, নিগূঢ় তত্ত্বগুলো এবং ভাবগম্ভীর খ্রীষ্টযাগ অনুষ্ঠান – মেথডিয়াস যেগুলো স্লাভ ভাষায় উপস্থাপন করার দাবী করেছিলেন, তা করতে তিনি কারও দ্বারা ক্ষমতা বা অধিকারপ্রাপ্ত হননি ...।

তাই স্বয়ং ঈশ্বরের নামে ও আমার প্রৈরিতিক কর্তৃত্ব নিয়ে আমি শিক্ষিত লোকদের মঙ্গলসমাচার ও প্রেরিতশিষ্যদের লেখা পুস্তকগুলো স্লাভ ভাষায় ঘোষণা করতে নিষিদ্ধ করছি অন্যথায় সাধারণ মানুষ, যারা অন্য কোন ভাষা জানে না, তাদের ছাড়া দোষী ব্যক্তি মণ্ডলীচ্যুত হতে হবে।

॥ ৩ ॥ নতুন নৈরাজ্য এবং ধীরে ভারসাম্য অবস্থায় প্রত্যাবর্তন

১। পাশ্চাত্যে অন্ধকার যুগ (৯ম শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ১০ম শতাব্দী পর্যন্ত)

অস্থিতিশীলতা

ফ্রাঙ্ক সাম্রাজ্যের ঐক্য ৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ভেরদুন-এর চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে বিলুপ্ত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী ধর্মপ্রাণ লুইস-এর উত্তরাধিকার তিনটি অংশে বিভক্ত হয়। ফ্রান্স ও জার্মানীর রাজ্য দু'টি ছিল, আজ আমরা উক্ত নামে যে দু'টি দেশের কথা জানি, তারই পূর্বলক্ষণ। উত্তর সাগর থেকে দক্ষিণ ইতালী পর্যন্ত বিস্তৃত সুদীর্ঘ করিডোর লোথারিনজিয়া দ্রুত অনেকগুলো রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। দশম শতাব্দীর শুরুতে সম্রাটের পদটি বিলুপ্ত হয়।

বিভিন্ন গৃহযুদ্ধ ছাড়াও নতুন নতুন বহিরাক্রমণের ফলে পাশ্চাত্যে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া থেকে আগত নর্ম্যানরা ইউরোপ মহাদেশের উত্তর ও আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলবর্তী স্থানগুলোতে নেমে আসে। মানুষ খুন ও লুটতরাজ করতে করতে তারা নৌপথে অগ্রসর হতে থাকে। এ অবস্থায় যারা পারত, তারা তাদের উপকূলবর্তী বাসস্থান ছেড়ে দূরে চলে যেত। এভাবেই আমরা নৈর্মাতিয়ের থেকে তুর্নুস পর্যন্ত সাধু গিলবার্টের পুণ্য স্মৃতিচিহ্নের স্থানান্তরের আদি উৎস সন্ধান করতে পারি। প্রাচ্যে ম্যাগিয়াররা বা হাঙ্গেরীয়রা – যারা এসেছিল উরাল পর্বত থেকে – জার্মানী আক্রমণ করে বার্গাণ্ডি পর্যন্ত এলাকাকে বিধ্বস্ত ক'রে রেখে যায়।

দক্ষিণে সারাসিন, অর্থাৎ মুসলিম জলদস্যুরা, আফ্রিকা ও স্পেন থেকে ইতালী ও প্রভেন্সের উপকূলে হামলা করে। সেন্ট ট্রোপেঝ-এর উপর অবস্থিত লা গার্দে-ফ্রেইনেটে ঘাটি স্থাপন ক'রে প্রায় এক শতাব্দী ধরে (৮৮৮-৯৭৫ খ্রীঃ)

তারা পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে লুটতরাজ চালায় – এমনকি ক্লুনির মঠাধ্যক্ষ মাইয়ুলকে পর্যন্ত তারা পণবন্দী ক'রে রাখে।

পবিত্র সাম্রাজ্য ও নতুন নতুন রাজ্য

দশম শতাব্দীর শেষের দিক থেকে স্থিতিশীলতার সূচনা হয়। ৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান-রাজ প্রথম অটোর অনুকূলে সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। পবিত্র রোমীয়-জার্মান সাম্রাজ্য ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। এর বিশ্বব্যাপী প্রভাব বিস্তারের বাসনা থাকা সত্ত্বেও তা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জার্মানই রয়ে গিয়েছিল। ৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপসীয় রাজবংশ ফ্রান্সে সুদৃঢ় গোড়াপত্তন করেছিল। সেই সঙ্গে বহিরাক্রমণকারীরাও নতুন নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ও গড়ে তুলেছিল। নর্ম্যানরা সেই এলাকায় বসতি স্থাপন করে যা সেই সময় থেকে (৯১১ খ্রীঃ) তাদের নামানুসারে নর্ম্যাণ্ডী নামে অভিহিত হতে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন নতুন দেশের জন্ম সেই দেশের প্রধানের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। লেচে নদীর কাছে ৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে পরাজিত হয়ে হাঙ্গারীয়রা দানিউবের উপত্যকায় গিয়ে বসতি স্থাপন করে। হাঙ্গেরী রাজ্যের উৎপত্তি হয় ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে এর রাজা স্টিফেনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের মাধ্যমে। ডিউক মিজোস্কোর দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে ৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কাথলিক পোল্যান্ডের জন্ম হয়। ৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে দিঁয়েপের নদীতে দীক্ষাস্নান গ্রহণ ক'রে গ্রাণ্ড ডিউক ভ্লাদিমির উত্তরদিকে কনস্টান্টিনোপলের মণ্ডলী সম্প্রসারণ করেন এবং রাজধানী কিয়েভ-এর উপর কেন্দ্রীভূত রাশিয়াকে ইউরোপের রাজ্যগুলোর মধ্যে স্থান দেন।

[৯৭] ১০ম শতাব্দীতে লা মান্স-এর ধর্মপাল

"মেইন-এর অভিজাত সম্প্রদায়ের একজন ধর্মপাল (৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৯৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) সামন্ত মাইনাদ ছিলেন লা মান্স নগরের ভিসকাউন্টের ভাই। মূলতঃ তিনি ধর্মনিরপেক্ষ সাংসারিক জীবন-যাপন করায় তাঁর অসংখ্য পুত্র-কন্যা ছিল। তাঁকে এতই অজ্ঞ বিবেচনা করা হত যার কারণে তাঁকে একজন ধর্মযাজকের চেয়ে একজন সাধারণ মানুষ বলেই বেশী গণ্য করা হত। তবে, যেহেতু দীর্ঘকাল ধরে লা মান্স নগরের কোন ধর্মপাল ছিল না এবং অনেকে অর্থের বিনিময়ে ধর্মপাল-পদ লাভ করতে চাইছিল, কিন্তু কেউ কেউ চতুরভাবে তাদের বিদ্যা জাহির ক'রে নিজেদেরকে ধর্মপাল-পদের যোগ্য ব'লে তুলে ধরছিল, তাই প্রভু, যিনি শক্তিধরদের লজ্জা দেবার জন্য দুর্বলদের বেছে নেন, তিনি শাস্ত্রবচন অনুসারে এমন একজনকে বেছে নেন যিনি তাঁর অজ্ঞতা সম্বন্ধে ছিলেন সম্পূর্ণ সচেতন, এবং যিনি ছিলেন একজন নিরক্ষর ঋষি অর্থাৎ সামন্ত মাইনার্দ, কেননা শাস্ত্রানুসারে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অহংকারের চেয়ে নিরাভিমান সাদাসিধা জীবনাচারণই তো অধিক কাম্য। যাজক সম্প্রদায় সেই সময়ের নৃপতি ও জনগণের সম্মতি নিয়ে তাঁর সুবিদিত নম্রতা ও নির্দোষত্বের কারণে মাইনার্দ ঈশ্বরের ইচ্ছায় ধর্মপালরূপে অভিষিক্ত হন।

ধর্মপাল মাইনার্দের মৃত্যু হলে সামন্ত সিফ্রে – শোচনীয় আচরণ ও সবদিক দিয়েই নিন্দনীয় এক মানুষ – ধর্মপালের শূন্য পদটি চেপে ধরে। যদিও তিনি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তথাপি তিনি তাঁর ধর্মপালের দায়িত্ব পালনকালে যত হীন কাজ করেন। তাঁর পূর্বসুরী যা গড়ে রেখে গিয়েছিলেন, তিনি তা সবই গুড়িয়ে ফেলার সংকল্পবদ্ধ হন।

ধর্মপালরূপে অভিষিক্ত হবার আগে থেকেই সিফ্রে খ্রীষ্টমণ্ডলীর ধ্বংসকারী হতে শুরু করেছিলেন। বিশেষভাবে তিনি লৈ-এর নদীর তীরে অবস্থিত ডিস্যে শহরটির এবং পূর্বের ধর্মপালদের অধিকারভুক্ত কোলেইস নামে খ্যাত উচ্চমূল্যের ভূমিটি ফুল্ক্-এর আঞ্জু শহরের সামন্তকে দান করেন যেন তাঁরই হয়ে ফ্রান্সের রাজার কাছে আবেদন রাখেন যে রাজা মান্সের ধর্মপাল পদটি সিফ্রেকে দখল করতে দেন।

তাই তো যখন মণ্ডলীর সম্পত্তি লুটতরাজ ক'রে তিনি যে অপরাধ করেছেন, তা তার স্বীকার করা উচিত ছিল এবং এরূপ অপরাধ ক'রে তিনি যে পাপ করেছেন, তার জন্য তার অনুতপ্ত হওয়া উচিত ছিল, তখন হায়রে, বৃদ্ধ বয়সে আউদবার্জ নামে এক স্ত্রীলোককে গ্রহণ ক'রে তিনি তার নষ্টামির ষোলকলা পূর্ণ করেন। উক্ত স্ত্রীলোকটির সঙ্গে তার দৈহিক সম্পর্ক থাকায় সে গর্ভবতী হয়ে তার জন্য কয়েকজন কন্যার জন্ম দেয়। কিন্তু কন্যাসন্তান সবগুলো মারা গেল। বেঁচে থাকল শুধু আউব্রি নামে একটি পুত্র সন্তান। এই পুত্রটি যখন বড় হল, তখন তার পিতা খ্রীষ্টমণ্ডলীর সম্পত্তি দিয়ে তাকে ভরে তুলেন ...

২। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় খ্রীষ্টমণ্ডলী

সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতি

বহিরাক্রমণের ন্যায় গৃহযুদ্ধও রাষ্ট্র ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাওয়ায় সহায়তা করে। যা নাকি তখন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা হল – অঙ্গীকারপত্র। একটি অঙ্গীকারনামার মাধ্যমে জনসাধারণ নিজেদের মধ্যে এই অঙ্গীকারপত্রে আবদ্ধ হত। ভূমি ছিল যোদ্ধার স্বত্বাধীন – তিনি তা রক্ষা করতেন। তিনি তার চেয়ে শক্তিশালী কোন সামন্তের রক্ষণাবেক্ষণে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। সামন্ত প্রভু তার অধীন প্রজাকে জায়গির বা যাজকবৃত্তির জমির অধিকার ও তা পরিচালনার সুযোগ দান করতেন। সামাজিক অঙ্গীকারনামাগুলো এভাবে পরিবর্তিত হয়ে যোদ্ধা ও জমিদারদের একটি ক্রমাধিকারতন্ত্রে পরিণত হয়। বিশাল ভূমি মালিকানার অধিকারী খ্রীষ্টমণ্ডলী এই ব্যবস্থার বেড়াজালে আটকা পড়ে যায়। মণ্ডলীর যে কোন পদাধিকারীর প্রত্যেকেই একখণ্ড জমির ভোগদখলের বা যাজকবৃত্তির অধিকার লাভ

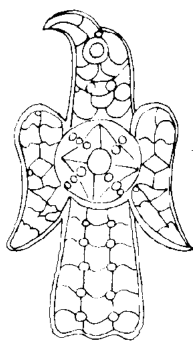

এনামেলে নির্মিত গোথিক বকলেশ

[৯৮] সামন্ততান্ত্রিক সমাজের তিনটি বিন্যাস

৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত লাওন-এর ধর্মপাল ছিলেন আদালবেরো। তাঁর জীবন কাটে রাজনৈতিক চক্রান্তের মধ্যে – কয়েকবার তাঁকে পক্ষ পরিবর্তন করতে হয়। নিম্নলিখিত কবিতাটিতে তিনি ফ্রান্সের রাজাকে পরামর্শ দিচ্ছেন যেন তিনি তার রাষ্ট্র পুনর্বিন্যাস করেন।

"ঐশ জনমণ্ডলী কয়েকটি ভাগে বিভক্ত, এবং আমাদের বলা হয়েছে যে, এরই প্রতিমূর্তিতে পৃথিবীর যত জাতিকে যথাস্থানে স্থাপন করা হয়েছে ...

আমাদের খ্রীষ্টমণ্ডলীর বিন্যাসকে বলা হয় ঐশরাজ্য; স্বয়ং ঈশ্বরই বিভিন্ন ত্রুটিহীন সেবা করেছেন প্রতিষ্ঠা ...

খ্রীষ্টমণ্ডলীর নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ভোগ করতে হলে রাষ্ট্রকে দু'টি ভিন্ন বিধানের অধীন হতে হবে ...

প্রথমটি হচ্ছে ঐশ বিধান যা এর সেবাকর্মীদের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না ঃ এ বিধান অনুযায়ী তাঁরা সকলেই সমমর্যাদার অধিকারী ...

কোন শ্রমিকের পুত্র সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। অমন যারা, এই সহৃদয় বিধান তাদেরকে সমস্ত সাধারণ জাগতিক বৃত্তি বা পেশা নিষেধ করে। তারা পতিত জমি চাষ করে না; তারা গবাদিপশু চরায় না ... ঈশ্বরই তাদের একমাত্র বিচারক। তাঁর আদেশ বাণী দ্বারা ঈশ সমগ্র মানব জাতিকে তাঁদেরই অধীনে রেখেছেন। এমন কোন রাজপুরুষ নেই যে কিনা এই সমস্ত আদেশবাণী থেকে অব্যাহতি পায় ...

তাই তো তাদেরকে সজাগ থাকতে হবে, খাদ্যগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে, জনসাধারণের অপরাধের জন্য ও তাদের নিজের জন্য অবিরত প্রার্থনা করতে হবে....

বিশ্বাসীভক্তদের সমাজ একটি মাত্র দেহ/সমাজ গঠন করে ... কিন্তু রাষ্ট্র অন্তর্ভুক্ত করে তিনটি। কেননা অপর বিধানটি – মানব বিধান যা দু'টি শ্রেণীকে পার্থক্য করে ঃ অভিজাত ও ভূমিদাসরা একই সংবিধি দ্বারা শাসিত নয়। দু'টি ব্যক্তিত্ব মূখ্য স্থান দখল করে ঃ একজন হলেন রাজা ও অপরজন সম্রাট। আমরা যেমনটা দেখতে পাই, তাদের শাসনই রাষ্ট্রের সংহতি নিশ্চিত করে। অন্যান্য যারা আছে তাদের অবস্থা এমনই যে, কোন শক্তিই তাদেরকে কোন কিছু করতে বাধ্য করে না এই শর্তে যে, রাজবিচারে শাস্তিযোগ্য এমন সব অপরাধ করা থেকে তারা বিরত থাকবে। এরা হচ্ছে যোদ্ধা, খ্রীষ্টমণ্ডলীর রক্ষক, জনসমাজের ছোটবড় সকলেরই রক্ষক। সেইসঙ্গে তারা তাদের রক্ষনাবেক্ষণ নিশ্চিত করে। অপর শ্রেণীটি হচ্ছে – ভূমিদাসদের শ্রেণী। হতভাগ্য এই সম্প্রদায়টিকে প্রচুর ভোগান্তি সহ্য করতে হয়। কোন্ সেই গণনাযন্ত্র ভূমিদাসদের দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা, তাদের দীর্ঘযাত্রা ও তাদের পরিশ্রমী প্রচেষ্টার হিসাব করতে পারে ? সমগ্র জগতের জন্য ভূমিদাসেরা খাদ্য, বস্ত্র, অর্থের যোগান দিয়ে থাকে; ভূমিদাস ছাড়া কোন স্বাধীন মানুষই বেঁচে থাকতে পারে না ...

ঈশ্বরের আবাস একটি বলে মনে করা হয়, কিন্তু আসলে তা তিনটি ভাগে বিভক্ত ঃ কেউ প্রার্থনা করে, কেউ যুদ্ধ করে এবং কেউবা কাজ করে। সহাবস্থানকারী এই তিনটি অংশ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। একজনের সেবাদান অপর দু'জনের কাজের পূর্বশর্ত ঃ প্রত্যেকেই পালাক্রমে সমগ্রের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। এভাবে ত্রিবিধ সমাবেশ একটির মতই; আর এ কারণেই বিধান তার উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হয়েছে এবং জগত শান্তিতে থাকতে পারছে।"

আদালবেরো, রাজা রবার্টের উদ্দেশে কবিতা

করতেন যা তার জীবিকার্জনের পথ করে দিত।

ধর্মপাল সাধারণ লোকদের ন্যায় একাধারে সামন্ত প্রভু ও প্রজা দু'ই ছিলেন। তাঁর ভূমির উপর তাঁর এখতিয়ার ছিল এবং তিনি বিচার করতেও পারতেন। তাঁর অধীনে একটি সেনাবাহিনীও থাকত। এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি কেন মণ্ডলীর কোন পদাধিকারী হওয়ার জন্য মানুষের এত প্রবল বাসনা ছিল। যাজক ও জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচনের পূর্বেকার নিয়মের কথা সবাই ভুলে গেল। অন্য জায়গীরের মত বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার নেই বলে ধর্মপালের ও মঠাধ্যক্ষের জায়গীরগুলো তাদের মৃত্যুর পর পুনর্বণ্টিত হত। সামন্তরাজ, সম্রাট, রাজা, ডিউক প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ তাদের প্রীতিভাজন ব্যক্তিদেরকেই উক্ত পদগুলো প্রদান করতেন। যেহেতু ধর্মপালের জায়গীরদারীত্বে ধর্মীয় ও জাগতিক উভয় এখতিয়ারই জড়িত ছিল, তাই রাজা এক জাগতিক এখতিয়ার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই পদ প্রদান করতেন ঃ সামন্তরাজ তার পদপ্রার্থীকে একটি ক্রুশ ও আংটি পরিয়ে দিতেন। এটা ছিল জনসাধারণের উৎসব অনুষ্ঠান। অবশ্যই একজন ধর্মপাল সব সময়ই অন্য কোন ধর্মপাল, সাধারণতঃ মহাধর্মপাল কর্তৃক অভিষিক্ত হতেন।

মাঝারি মানের ধর্মপালগণ ও মন্দ পোপগণ

[৯৭] মোটামুটিভাবে ধর্মপালগণের গুণাগুণ সন্তোষজনক ছিল না, কারণ রাজন্যবর্গ তাদের নির্বাচনের সময় শুধুমাত্র ধর্মীয় বিচার বিবেচনা দ্বারা চালিত হতেন, এমন নয়। তারা ধর্মপালরূপে ভাল সমরবাদী লোককেই বেশী পছন্দ করতেন; তারা তাদের অসংখ্য সন্তানদের একটি পদমর্যাদা দিতে চাইতেন; আর এমনকি যে কেউ সবচেয়ে বেশী টাকা দিত, তার কাছে ধর্মীয় পদ বিক্রি করতেন। এ ধরনের কাজ-কারবারকে বলা হয় সিমোনগিরি অর্থাৎ পবিত্র কোন কিছু নিয়ে ব্যবসা ঃ জাদুকর সিমোন ছিল এরূপ হীন মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত (শিষ্যচরিত ৮:২০ দ্রষ্টব্য)। মন্দ ধর্মপালদের খাপ খাইয়ে নেবার জন্য তখন অনেক মন্দ যাজক ও মন্দ খ্রীষ্টভক্তদের অভাব ছিল না। এসব যাজকদের অনেকেই নিকোলাসপন্থী ভ্রষ্টাচার অর্থাৎ উপপত্নী রাখার দায়ে অভিযুক্ত ছিলেন
[১০৭] (দ্রষ্টব্য প্রত্যাদেশ ২:৬, ১৪-২৫)। এটাও ঠিক যে, যাজকদের বিবাহ ও চিরকৌমার্য সম্পর্কে মণ্ডলীর নিয়ম-কানুন সব সময় পরিষ্কার ছিল না।

এমন কি পোপগণও পর্যন্ত এসব ভ্রষ্টাচারে লিপ্ত ছিলেন। দশম শতাব্দীতে একটি রোমীয় বংশের মহিলারা রোমের ধর্মগুরুপদকে তাদের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণাধীনে রেখেছিলেন। এ থেকে পোপের উপপত্নী ও কুড়ি বছরেরর কম-বয়সী পোপ হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে। অপর পক্ষে নৈতিক কারণেই জার্মান সম্রাটগণও পিতরের সিংহাসনে তাদের মনোনীত প্রার্থী জোর ক'রে বসাতেন।

তিনটি বিন্যাস/স্তর

তবে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় কিছুটা ভারসাম্য ফিরে এসেছিল। এ সময়কার লেখকগণ তিনটি অংশ-সংবলিত
[৯৮] সমাজ সংগঠনের মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা দেখতে পেয়েছিলেন। এটাই ছিল সেই বিখ্যাত তিন স্তর/বিন্যাস সংবলিত মতবাদ ঃ "কেউ প্রার্থনা করে, কেউ যুদ্ধ করে এবং কেউবা কাজ করে।" শান্তি স্থাপনের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে খ্রীষ্টমণ্ডলী সহিংসতা দমন করার চেষ্টা করে ঃ "ঈশ্বরের শান্তি" দুর্বলদের প্রতারিত করা বারণ করে, "ঈশ্বরের যুদ্ধবিরতি" কোন কোন দিনে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ করে। "বীরব্রত"ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যুদ্ধ করাকে পর সেবায় পরিণত করতে চেষ্টা করে।

৩। ল্যাটিন ও গ্রীক মণ্ডলীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঃ ১০৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মবিচ্ছেদ

রাজনীতি ও ধর্ম

পঞ্চম শতাব্দীর পর থেকে ল্যাটিন ও গ্রীক মণ্ডলীর মধ্যকার ফারাক বাড়তেই থাকে। এর মূল কারণগুলো ছিল একাধারে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মতাত্ত্বিক। গ্রীক মণ্ডলী বাইজান্টিউমের ক্ষমতার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা ছিল। সম্রাট কনস্টান্টিনোপলের প্যাট্রিয়ার্কদের নিজের ইচ্ছামত মনোনীত ও বাতিল করতেন। একই সময় রোমের ধর্মপালগণ কনস্টান্টিনোপলের তাত্ত্বিক রক্ষণাবেক্ষণ ছেড়ে সরে গেছে। পাশ্চাত্যে সাম্রাজ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা ক'রে পোপগণ

কনস্টান্টিনোপলের সম্রাটের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিরোধিতা করেছেন বলে মনে হয় এবং খ্রীষ্টমণ্ডলীসমূহ দু'সাম্রাজ্যের মধ্যকার এই বিরাজমান উত্তেজনার মধ্যে পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে ছিল।

সাংস্কৃতিক ভিন্নতা

সাংস্কৃতিক ফারাকটা ছিল আরও বেশী মারাত্মক। উক্ত দুই খ্রীষ্টমণ্ডলী একে অপরকে বুঝত না। প্রাচ্য ল্যাটিন ভাষা জানত না, আর পাশ্চাত্য আগের মত আর বেশী ভাল করে গ্রীক ভাষা বুঝত না। একটি সুমহান কৃষ্টির উত্তরাধিকারী হওয়ায় গ্রীকরা জাগতিক ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রে গ্রীক সংস্কৃতির প্রতি বিশ্বস্ত ছিল। পাশ্চাত্যে ক্যারোলিনজিয়ান রেনেসাঁর দ্রুত অবসান ঘটল। দশম শতাব্দীটা ছিল একটি সাংস্কৃতিক মরুভূমির সামিল। দু'একটি ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে যোগাযোগ থাকলেও গ্রীক ও ল্যাটিনপন্থীরা একে অপরকে অন্তর থেকে অবজ্ঞা করত। বাইজান্টাইনবাসীদের বিবেচনায় ল্যাটিনপন্থীরা ছিল অন্ধকার যুগের দেশগুলোর মানুষ, বর্বর ও অসভ্য আদিবাসী, যাদের ছিল বিপুল জৈব ক্ষুধা। ল্যাটিনপন্থীদের কাছে গ্রীকপন্থীরা ছিল অধঃপতিত, মেয়েলী চুলচেরা বিচারের স্বভাববিশিষ্ট। কালক্রমে 'বাইজান্টাইন' বিশেষণটি নিন্দাসূচক শব্দে পরিণত হয়।

উপাসনা ও ধর্মতত্ত্ব

উপাসনিক ও ধর্মমত-সংক্রান্ত ভিন্নতাই পূর্বোক্ত দু'মণ্ডলীকে পরস্পরের প্রতিপক্ষের ভূমিকায় অবতীর্ণ করিয়েছিল। গ্রীকপন্থীদের কাছে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ছিল সচল ধর্মবিশ্বাস। পাশ্চাত্যে ধর্মতত্ত্ব থেকে ধর্মানুষ্ঠান-পদ্ধতিকে পার্থক্য করা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। কিন্তু প্রাচ্যের কারও জন্য ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পরিবর্তন করা মানে ছিল [৯৯]
খোদ ধর্মবিশ্বাসটাই পাল্টে ফেলা। সে কারণেই উপবাস, খামিরযুক্ত বা খামিরবিহীন রুটি কিংবা উপাসনা পরিচালনাকারীগণ শ্মশ্রুধারী হবেন কি হবেন না ইত্যাদি বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্ববহ হয়ে উঠেছিল। প্রাচ্যে সন্ন্যাসী ও ধর্মপালগণ চিরকুমার ছিলেন, কিন্তু যাজকগণ বিবাহ করতে পারতেন। পাশ্চাত্যে সকল যাজকেরই কৌমার্য দাবি করা হত কিংবা বিবাহিতরা তাদের যাজকপদে অভিষেকের পর অন্ততঃপক্ষে তাদের যৌনসংসর্গ নীতিগতভাবে পরিত্যাগ করবেন – এমনটা আশা করা হত।

নিসীয়-কনস্টান্টিনোপলীয় বিশ্বাসমন্ত্রে (পুত্র থেকে) যোগ ক'রে বিশ্বাস-মন্ত্রকে পরিবর্তন করার জন্য গ্রীকপন্থীরা ল্যাটিনপন্থীদের বিরুদ্ধে সমালোচনামুখর হয়ে উঠে। উক্ত বিশ্বাস-মন্ত্রে বলা হয়েছে, "আত্মা পিতা থেকে উদ্গত", এবং এর সঙ্গে 'পুত্র থেকে' কথাগুলো যোগ করে ল্যাটিনপন্থীরা। পবিত্র আত্মার ভূমিকা নিয়ে একটা ধারণাগত সূক্ষ্ম

[৯৯] ল্যাটিনপন্থীদের উদ্দেশে সন্ন্যাসী নিসেতাস স্তেথাতুসের ভর্ৎসনা

নিসেতাস স্তেথাতুস কনস্টান্টিনোপলের নিকটবর্তী স্টুডিওস-এর মঠের একজন সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি বিতর্ক সৃষ্টি করতে শুধু পারঙ্গমই ছিলেন না, তিনি একজন আধ্যাত্মিক লেখক, hesychasm (hesychia মানে ঈশ্বরের আশ্রয়ে বিশ্রাম)-এর প্রতিনিধিও ছিলেন। Hesychasm ছিল এমন এক ধরনের ধ্যান-সাধনা যার মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের তালে তালে "প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, আমার প্রতি সদয় হও" – এ প্রার্থনাটি অবিরত পুনরাবৃত্তি করতে হয়।

"যারা এখনও খামিরবিহীন রুটির পর্বনুষ্ঠানে যোগদান করে, তারা বিধানের প্রভাবাধীনে বাস করছে আর ইহুদীদের ভোজই গ্রহণ করছে, ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক ও জীবন্ত খাদ্য গ্রহণ করছে না ... তাহলে কি ক'রে তোমরা জীবন্ত ঈশ্বর যিনি, সেই খ্রীষ্টের সান্নিধ্য লাভ করতে পারবে যখন কিনা তোমরা বিধানের প্রভাবাধীন খামিরবিহীন নিষ্প্রাণ রুটি ভোজন করছ, নতুন সন্ধির খামির গ্রহণ করছ না ... ? আর কে-ই বা তোমাদেরকে যাজকদের বিবাহ ভেঙ্গে দিতে শিক্ষা দিয়েছেন ...? কাজেই ভাইয়েরা আমার, এসব প্রশ্ন সম্পর্কে তোমরা আন্তরিক আত্মপরীক্ষা কর এবং বিবেচনা করে দেখ আমি এই মাত্র যে চারটি নৈতিক অধঃপাতের উৎসের কথা বললাম ও খারিজ করে দিয়েছি, যথা – খামিরবিহীন রুটি, শনিবার দিন উপবাস করা, যাজকীয় কৌমার্য ও উপবাসের দিনে যজ্ঞ নিবেদন করা – এগুলো এই মূল উৎস (ইহুদী ধর্ম) থেকে এসেছে কিনা।

তারতম্য ছিল। ইতিহাস না জেনে ল্যাটিনপন্থীরা উক্ত অভিব্যক্তিটার শেষাংশ কেটে বাদ দেয়ার দায়ে গ্রীকপন্থীদের অভিযুক্ত করে।

পোপ ও প্যাট্রিয়ার্ক

গ্রীকপন্থীদের ধর্মপালগণ কর্তৃক পরিচালিত মণ্ডলী বা ধর্মপাল পদ সম্পর্কে একটা অপেক্ষাকৃত সহভ্রাতৃত্ববোধ সম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তা সত্ত্বেও পিতরের উত্তরাধিকারীরূপে পোপ সময় সময় বিশ্বমণ্ডলীতে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতার অধিকারী ব'লে দাবি করতেন। প্রাচ্যবাসীদের কাছে রোমের শুধুমাত্র সম্মানের একটা প্রাধান্য ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

পঞ্চম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অনেকগুলো বিভাজন বা বিচ্ছেদের পর বেশ কয়েকটি পুনর্মিলনের ঘটনা ঘটে। ১০৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলীর শুরুতে পোপ নবম লিও-এর পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম পুনর্মিলনের একটি সদিচ্ছা দেখা দেয়। তখন দক্ষিণ ইতালীতে পোপ ও বাইজান্টাইন সম্রাটের একটি অভিন্ন শত্রু ছিল নর্ম্যানরা। একটি মৈত্রীচুক্তি হলে তখন তাদের এই শত্রুর মোকাবিলা করা সহজ হত। কিন্তু তা করতে হলে আগে একটি ধর্মীয়

[১০০] মাইকেল সেরুলারিউসের বিরুদ্ধে কার্ডিনাল হিউম্বার্ট কর্তৃক প্রদত্ত মণ্ডলীচ্যুতির শাস্তি

১০১৫ খ্রীষ্টাব্দে হিউম্বার্ট ভোসজেসে ময়েনমতিয়ের মঠে প্রবেশ করেন ও খ্রীষ্টমণ্ডলীতে সংস্কারের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক হয়ে উঠেন। পোপ নবম লিও যিনি টুল-এর ধর্মপাল ছিলেন, তিনি তাঁকে সেক্রেটারীরূপে রোমে নিয়ে আসেন, তাঁকে একজন কার্ডিনাল ক'রে বিশেষ বিশেষ কাজের দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ করেন। এগুলোর মধ্যে কনস্টান্টিনোপলের সঙ্গে একতার প্রচেষ্টা বিশিষ্ট চরিত্রের অধিকারী হলেও তিনি ছিলেন অনমনীয়, আপোষহীন ও দয়া-মায়াহীন।

কনস্টান্টিনোপলের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে মাইকেল সেরুলারিউস (১০০-১০৫৮ খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি সম্রাটের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার দায়ে কারাবরণের পর সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। অন্য সম্রাটের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের সুবাদে তিনি ১০৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যাট্রিয়ার্কের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। ল্যাটিনপন্থীদের প্রতি তিনি ভীষণ বৈরীভাবাপন্ন ছিলেন। ১০৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গ্রেফতার হয়ে সম্রাট আইজ্যাক কমেনাস কর্তৃক নির্বাসিত হন এবং বিচারে হাজির করার আগে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

"মাইকেলের সম্বন্ধে বলতে হয়, যারা তাকে অনুচিতভাবে প্যাটিয়ার্ক পদ প্রদান করেছে, এবং যারা তার নিবুর্দ্ধিতার সহভাগী হয়েছে, তারা লোকদের মাঝে (কনস্টান্টিনোপল শহরে) প্রতিদিন প্রচুর ভ্রান্ত ধর্মমত বপন করেছে। সিমোনপন্থীদের মত তারাও ঈশ্বরের দান বিক্রি ক'রে থাকে; ভ্যালেসিয়ানসপন্থীদের ন্যায় তারা তাদের আতিথ্যকর্তাদের খোঁজ করে ও পরে তাদেরকে যাজকত্বেই শুধু উন্নীত করেন না, ধর্মপালপদেও উন্নীত ক'রে থাকে। নিকোলাসপন্থীদের ন্যায় তারা যজ্ঞবেদীর সেবাকারীদের বিবাহ করার অনুমতি দেয় ... নিউমাটোমাকির (অর্থাৎ যারা পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে) ন্যায় তারা বিশ্বাস-মন্ত্রে পবিত্র আত্মার প্রভাবে পুত্রের উদ্ভবকে নিরুদ্ধ করেছে। মানিকীপন্থীদের ন্যায় তারা প্রচার ক'রে থাকে যে, গাজিয়ে তোলা রুটি নাকি জীবন্ত রুটি ... উপরন্তু, দাড়ি রাখতে ও চুল বাড়তে দিতে অনুমতি দিয়ে যারা রোমীয় মণ্ডলীর প্রথা অনুযায়ী তাদের চুল ছেটে ফেলে ও দাড়ি কামিয়ে ফেলে, তাদের সঙ্গে তারা মেলামেশা করতে দিতে অস্বীকার ক'রে থাকে ...

এ কারণেই এ সমস্ত নজীরবিহীন ক্ষত ও প্রধান প্রৈরিতিক ধর্মগুরুদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এ সমস্ত অপকর্ম সহ্য করতে না পেরে ... আমরা মাইকেল ও তার সমর্থকদের বিরুদ্ধে মণ্ডলীচ্যুতির আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করছি, যা নাকি আমাদের মহামান্য পোপ মহোদয় তাদের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছেন যদি না তারা নির্বোধের মত আচরণ করা থেকে বিরত থাকে ...

নবদীক্ষিত মাইকেল, যিনি কিনা অনুচিতভাবে প্যাট্রিয়ার্ক পদটি ধারণ করেছেন, তিনি ও উপরোল্লিখিত ভ্রান্তিসমূহ মেনে নিয়ে যারা তার অনুসরণ করছে, তারা সকলেই মণ্ডলীচ্যুতির আনুষ্ঠানিক ঘোষণার আওতায় পড়ে, মারানাথা, তাদের সকলেরই সঙ্গে গণ্য হোক সিমোনপন্থীরা ও সমস্ত ভ্রান্তমতবাদীরা, আরও বেশী শয়তান ও তার অপদূতদের সঙ্গে, যদি না তারা নির্বোধের ন্যায় আচরণ করা থেকে বিরত থাকে ... আমেন, আমেন, আমেন !"

পুনর্মিলন হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ যে দু'ব্যক্তিকে একটি বুঝাপড়ায় আসার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল, তারা এ কাজের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন না। পোপের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি ছিলেন কার্ডিনাল হিউম্বার্ট। তিনি ছিলেন লোরেইন-এর অধিবাসী যিনি সংস্কার সাধনের জন্য বেশী উদ্বিগ্ন ছিলেন। গ্রীক কৃষ্টির সঙ্গে তাঁর ছিল সামান্য পরিচয় এবং তিনি ছিলেন অনমনীয় প্রকৃতির মানুষ। কনস্টান্টিনোপলের প্যাট্রিয়ার্ক মাইকেল সেরুলারিউসও নিজেকে একরোখা মানুষ বলে প্রতিপন্ন করেন। রোমের সঙ্গে কোন সংস্রব না থাকায় তিনি বরং খুশীই ছিলেন, কেননা এভাবে তিনি যে গ্রীক মণ্ডলীর একচ্ছত্র প্রভুরূপেই থেকে যেতে পারেন।

বিচ্ছেদ

কনস্টান্টিনোপলে কার্ডিনাল হিউম্বার্টের প্রতিনিধিত্ব করাটা অবিস্মৃত ক্ষত/আঘাতগুলো প্রকাশ করার উপলক্ষে পরিণত হয়েছিল। আলোচনার কোন ভিত্তি খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হয়ে কার্ডিনাল হিউম্বার্ট সেন্ট সোফিয়ার গির্জায় প্যাট্রিয়ার্ক মাইকেল সেরুলারিউসকে আনুষ্ঠানিকভাবে মণ্ডলীচ্যুত করেন। হিউম্বার্ট কর্তৃক রচিত মণ্ডলীচ্যুতকরণ-রীতি তাঁর [১০০]
ভয়ানক অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। তাঁর অভিযোগের অনেকগুলোই ছিল ভিত্তিহীন। তিনি আবার প্রাচ্যের যারা filioque

[১০১] পোপ ৬ষ্ঠ পল ও প্যাট্রিয়ার্ক আথেনাগোরাস কর্তৃক প্রদত্ত যৌথ ঘোষণাপত্র

রোমান কাথলিক মণ্ডলী ও অর্থডক্স মণ্ডলীর মধ্যে আস্থা ও শ্রদ্ধার এই ভ্রাতৃসুলভ সম্পর্ক উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকগুলোর মধ্যে রয়েছে বেদনাময় সিদ্ধান্তগুলোর স্মৃতি, কার্ডিনাল হিউম্বার্টের নেতৃত্বে রোমীয় ধর্মগুরুর প্রতিনিধিগণ কর্তৃক প্যাট্রিয়ার্ক মাইকেল সেরুল্লারিউস ও অপর দু'জনের বিরুদ্ধে জারিকৃত মণ্ডলীচ্যুতির শাস্তির মধ্য দিয়ে ১০৫৪ খ্রীষ্টাব্দের যে ক্রিয়াবলী ও ঘটনাবলী তুঙ্গে উঠেছিল। শেষোক্ত প্রতিনিধিগণ নিজেরাই শেষ পর্যন্ত প্যাট্রিয়ার্ক ও কনস্টান্টিনোপলের ধর্মপালগণের ধর্মসভা কর্তৃক জারিকৃত অনুরূপ শাস্তির অভীষ্ট ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন ...

পোপ ৬ষ্ঠ পল ও প্যাট্রিয়ার্ক আথেনাগোরাস তাঁর ধর্মসভার মধ্যে ন্যায্যতার অভিন্ন বাসনা ব্যক্ত করার বিষয়ে এবং তাদের বিশ্বাসীবর্গের মাঝে বিরাজমান ভালবাসার সর্বসম্মত অনুভূতির ব্যাপারে এবং দৃঢ় আস্থাশীল হয়ে, এবং প্রভু যীশুর সেই অনুশাসনের কথা স্মরণ করে, 'কাজেই তোমার নৈবেদ্য যজ্ঞবেদীতে উৎসর্গ করতে গিয়ে ... ; (মথি ৫:২৩-২৪), সর্বসম্মতিক্রমে ঘোষণা করছেন যে, তারা ঃ

(ক) সেই সমস্ত অবমাননাকর কথা, ভিত্তিহীন দোষারোপ ও নিন্দনীয় কার্যাবলীর বিষয়ে দুঃখপ্রকাশ করছেন যেগুলো উভয় পক্ষ থেকে সেই সময়কার দুঃখজনক ঘটনাবলীকে সুচিহ্নিত করেছে কিংবা তার সহগামী হয়েছে,

(খ) মণ্ডলীচ্যুতির শাস্তিগুলোর বিষয়েও সমভাবে দুঃখপ্রকাশ করছেন এবং স্মৃতি থেকে ও খ্রীষ্টমণ্ডলীর ক্ষেত্র থেকে মুছে ফেলছেন, যার স্মৃতি এমনকি আজও প্রেমেতে পুনর্মিলনের পথে একটি প্রতিবন্ধকরূপে কাজ করছে। তাকে বিস্মৃতির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছেন ;

(গ) পরিশেষে, বিঘ্নসৃষ্টিকারী নজিরসমূহ ও পরবর্তী ঘটনাবলীর জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করছেন, যেগুলো ঠিকমত পরস্পরকে বুঝতে না পারা ও পারস্পরিক অবিশ্বাসসহ বিভিন্ন কারণের প্রভাবে পড়ে শেষ পর্যন্ত কার্যকর ধর্মবিচ্ছেদের দিকে চালিত করেছিল।

পোপ ৬ষ্ঠ পল ও প্যাট্রিয়ার্ক প্রথম আথেনাগোরাস তাঁর ধর্মপালদের ধর্মসভার সঙ্গে, এই মর্মে সচেতন আছেন যে, ন্যায্যতার এই পারস্পরিক সদিচ্ছাজ্ঞাপক পদক্ষেপ ও ক্ষমা প্রার্থনা রোমান কাথলিক মণ্ডলী ও অর্থডক্স মণ্ডলীর মধ্যে বিরাজমান পুরাতন কিংবা সাম্প্রতিককালের পার্থক্য/ভিন্নতার অবসানকল্পে যথেষ্ট নয় এবং যে পার্থক্য/ভিন্নতা কাটিয়ে উঠা যাবে শুধু পবিত্র আত্মার ক্রিয়াবলে হৃদয়ের শুদ্ধিকরণের মাধ্যমে, ইতিহাসের ভুল-ভ্রান্তির জন্য দুঃখ প্রকাশের মাধ্যমে এবং প্রেরিতগণ হতে আগত বিশ্বাস ও এর দাবিসমূহের বিষয়ে একটি অভিন্ন সমঝোতা ও অভিব্যক্তিতে উপনীত হওয়ার জন্য ইতিবাচক সদিচ্ছার মাধ্যমে ।

বাদ দিয়েছিলেন, তাদের এ কাজে এবং যাজকদের বিবাহ ইত্যাদিতে খুঁত খুঁজে পান। তিনি জানতেন না যে, মারানাথা মানে 'এসো, প্রভু, এসো', এবং এটা কোন নিন্দা বা দোষারোপের কিছু নয় (দ্রঃ ১ করি ১৬:২২)। হিউম্বার্টের বিরুদ্ধে সেরুলারিউসের ঘোষিত মণ্ডলীচ্যুতকরণটাও খুব উঁচুমানের ছিল না।

পুনর্মিলনের নিষ্ফল প্রচেষ্টা

সেই সময় এ সমস্ত ঘটনাবলীর প্রতি কেউ অতটা গুরুত্ব দিত না। তারা তো এ সমস্ত আগে কতই দেখেছে ! অধিকন্তু মণ্ডলীচ্যুতির এসব ঘটনা ঘটার আগেই যখন পোপ মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখনও কি তাঁর প্রতিনিধির কোন ক্ষমতা ছিল ? তা সত্ত্বেও ১০৫৪ খ্রীষ্টাব্দের তারিখটা এখনও প্রতীকী হয়ে আছে, কেননা এরপর থেকে সত্যিকার অর্থে কোন পুনর্মিলন ছিল না। ধর্মযুদ্ধগুলো এই ব্যবধান আরও বাড়িয়ে তোলে। ১২৭৪ খ্রীষ্টাব্দের লিয়ন-এর মহাসভা এবং ১৪৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ফ্লোরেন্স-এর মহাসভা গ্রীকপন্থীদের সাথে স্বল্পস্থায়ী পুনর্মিলন ঘটিয়েছিল। কিন্তু উক্ত পুনর্মিলনের চুক্তি বাজেভাবে তৈরী করা হয়েছিল, যা প্রাচ্যের খ্রীষ্টভক্তগণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

[১০১] ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের অবমাননা ও অতীতের বাড়াবাড়ির জন্য উভয়পক্ষ দুঃখপ্রকাশ করে পোপ ৬ষ্ঠ পল ও প্যাট্রিয়ার্ক আথেনাগোরাসের যৌথ ঘোষণাপত্রটি পুনর্মিলনের সুদীর্ঘ পথে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া বলে চিহ্নিত হয়।